বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ এলিটদের অবস্থা

ড. মো: হাবিবুল্লাহ[১]

Abstract

What Aristotle (384BC-322BC) termed as 'Political Animal', Ibn Khaldun (1332AD-1406AD) termed that as 'Social Animal'` People' live in the society with some sort of leadership and control. This leadership was studied from different dimensions in different times in different countries by the researchers. Leading or opportunate people of a society are usually termed as the Elite by the scholars in social sciences. The Elites in rural societies are also studied in times in different countries. The status and position of rural Elites in Bangladesh are studied by a good number of scholars in different times. It is found that by the passage of time the nature, source and criteria of the rural Elites of Bangladesh are evoluting. The present paper would offer a significant picture of that evolution process studying the Elites of two Unions of Bogra District of Bangladesh. The readers of this paper would notice that the basic sources and criteria to be and to remain as an Elite in rural Bangladesh are singnificantly changed while the ownership of land and the family aristocracy are still working as the constituting factors of Elitehood.

ভূমিকা

বাংলাদেশের সমাজ মূলতঃ কৃষিভিত্তিক সমাজ এবং গ্রামই হলো এর মৌলিক সংগঠন। কাজেই গ্রামের সামাজিক কাঠামোর যথোপযুক্ত সমীক্ষা ব্যতীত গ্রামীণ বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয়। গ্রামীণ বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোর তথা সমাজ ব্যবস্থার মূল নিয়ন্ত্রক শক্তি যেহেতু গ্রামীণ এলিট শ্রেণি, সেহেতু তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ ব্যতীত গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন এবং প্রভাব বিস্তারের মূল অনুঘটক হিসেবে গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার রূপান্তর প্রক্রিয়া সাবলীল ও নিরবিচ্ছিন্ন না হলেও ক্ষমতা কাঠামোয় যথারীতি তাঁরাই অধিষ্ঠিত। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সমাজের ওপর অতীতের আধিপত্যমূলক প্রভাব বিস্তারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে উন্নয়ন ভূমিকায় নিজেদের নেতৃত্বের অনস্বীকার্যতা প্রমাণে গ্রামীণ এলিটেরা সচেতন। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিনিমার্ণে শিক্ষা অর্জন, শহরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে অভ্যস্ত

১ সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী।

তারাই গ্রামীণ সমাজের মূল্যবোধের উৎস। আর এ কারণেই গ্রামীণ সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণে গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানা প্রয়োজন। এ বিষয়ে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই যে, একটি বিশেষ এলাকার গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার গবেষণা দ্বারা সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সার্বিক প্রতিচ্ছবি পাওয়া সম্ভব নয়। এখানে বাংলাদেশের দু'টি ইউনিয়নের গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যাবে গ্রামীণ এলিট চিহ্নিকরণের কৌশল এবং গ্রামীণ এলিটদের বয়সভিত্তিক নেতৃত্বের অবস্থান। নেতৃত্বের সে অবস্থানকে শিক্ষা, বংশ মর্যাদা, বসত বাড়ির মালিকানা এবং পরিবারের ধরন যে নানামাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে তাও বিশ্লেষিত হবে। সেই সাথে জমির মালিকানা, বাৎসরিক আয়, সম্পত্তির মালিকানা এবং পেশা নেতৃত্বের অবস্থানকে যে দৃঢ় করে সেটিও বিশ্লেষণ করা হবে বর্তমান গবেষণায়।

গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও এর তাৎপর্য

গ্রামীণ সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থা সামাজিক অবস্থার মুখ্য নির্ণায়ক শক্তি এবং প্রভাব বিস্তারের মজবুত ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে (Rumi, 1985:54)। তবে এ ধারণা নতুন নয়। Karl Marx এ ধারণাকে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। Marx-এর মতানুসারে রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের প্রধান শক্তি অর্থনৈতিক শক্তি (C.W. Mills, 1968:82)। ঠিক তেমনি সামাজিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের মূল শক্তি হলো অর্থনৈতিক শক্তি। মূলতঃ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থান পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। তবে বাংলাদেশের গ্রামীণ এলিট মর্যাদার জন্য অর্থনৈতিক সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও একমাত্র উপাদান নয়।

চৌধুরী (২০০৩) তাঁর মেহেরপুর গ্রাম সমীক্ষায় জমিকে (B.K. Jahangir, 1979; Rumi, 1985; Karim, 1990) গ্রামের উৎপাদনের প্রধান উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তার মতে, জমির মালিকানা এবং অমালিকানার ভিত্তিতে বিভক্ত গ্রামের তিন শ্রেণির জনগণকে ঊর্ধ্ব থেকে নিম্ন-ক্রমানুসারে সাজালে এ রকম দাঁড়ায়: ভূ-স্বামী (মালিক), বর্গাচাষী এবং ভূমিহীন কৃষি মজুর (চৌধুরী, ২০০৩:১৮)। জমিই হলো সামাজিক অসমতার অন্যতম মূল ভিত্তি। তাই জমির মালিকানার নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহারের প্রেক্ষিতেই গ্রামীণ শ্রেণির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়। গ্রামের সামাজিক স্তর বিন্যাসের অপর ভিত্তি হিসেবে তিনি উচ্চ ও নিম্ন মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। গ্রামের মুসলমান জনসাধারণ মর্যাদার প্রেক্ষিতে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত: যেমন খানদান (ফার্সী শব্দ খানদান অর্থ বংশ বা গোষ্ঠী। এখানে পূর্ব থেকে সুনাম ও যশ-খ্যাতিসম্পন্ন কোনো পরিবার বা গোষ্ঠীর সদস্যকে খানদান বলা হচ্ছে), গেরস্থরা (গেরস্থ অর্থ গৃহস্থ। কৃষি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহকারী ব্যক্তি গৃহস্থ হিসেবে পরিচিত) ও কামলা। খানদানরা উচ্চ, গেরস্থরা মধ্য এবং কামলারা নিম্ন মর্যাদার অধিকারী। তিনি সামাজিক স্তরবিন্যাসের তৃতীয়

ভিত্তি হিসেবে ক্ষমতাকে উল্লেখ করেছেন। ক্ষমতার অসম বিন্যাসের প্রেক্ষিতে গ্রামের জনগণ দু'ভাগে বিভক্ত। একদিকে রয়েছে যারা ক্ষমতার অধিকারী এবং অন্যদিকে রয়েছে যারা ক্ষমতার অধিকারী নয়। গুটি কয়েক ব্যক্তির হাতেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে (চৌধুরী, ২০০৩:২৪)। এ বিশ্লেষণ চূড়ান্ত ধরে নিলে উন্নয়ন ভূমিকা এবং রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাকে মর্যাদার জন্য অনুল্লেখযোগ্য বিবেচনা করা যায়। কিন্তু বাস্তবতা কখনো কখনো এর উল্টোটাই হয়। কেননা উন্নয়ন ভূমিকা এবং রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বর্তমান এলিটিয় মর্যাদার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

Mukhurjee (1971) তাঁর নিরীক্ষিত গ্রামগুলোর অর্থনৈতিক ক্রমবিন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে তিনটি প্রধান শ্রেণির উল্লেখ করেছেন। এ বিন্যাসের শীর্ষে অবস্থানকারী প্রথম শ্রেণির মধ্যে রয়েছে চাকুরে, জোতদার এবং ধনী কৃষক শ্রেণি। প্রথম শ্রেণির জনগণের জীবন সহজ ও সমৃদ্ধিময়' (Mukhurjee, 1971:154)। আবার Bertocci এর মতে, কৃষি সমাজে জমির মালিকানা এবং জমির সাথে সম্পর্ক সমাজ কাঠামো ও অর্থনীতির মাঝে প্রধান যোগসূত্র হিসেবে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। জমির মালিকানা ও জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ মানুষের মর্যাদা ও প্রতিপত্তির মাপকাঠি {বার্টোসি (বাংলায়), ১৯৯২: ৫৬}। তিনি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার হাজীপুর ও তিনপাড়া গ্রামের সমীক্ষায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পদ মর্যাদার সাথে ভূমি মালিকানার অনুবন্ধন লক্ষ্য করেন। যদিও শ্রেণি-বৈষম্য মর্যাদা সম্পর্কের সঙ্গে বিভিন্নভাবে সম্পর্কযুক্ত, তারপরও সব সময় সম্পত্তি দিয়ে মর্যাদার গুণাবলী স্বীকার করা হয় না। হাজীপুর ও তিনপাড়া গ্রাম দু'টোতে শ্রেণি ও মর্যাদা এ উভয়কে চিহ্নিত করতে বার্টোসি জমির মালিকানা ও আয়ের উৎসের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক দলের প্রাথমিক শ্রেণি বিভাগ দেখিয়েছেন এবং মাওবাদের ভিত্তিতে তিনটি শ্রেণিতে বিন্যাস করেছেন। আর তা হলো ধনী, মধ্যবিত্ত এবং গরীব চাষী (বার্টোসি,১৯৯২)। বহু পুরানো এই সমীক্ষাগুলো তৎকালীন সমাজ বাস্তবতায় গুরুত্বপূর্ণ হলেও, সময়ের বিবর্তন ধারায় বর্তমানে এ শ্রেণি বিন্যাস চূড়ান্ত নয়। ভূমি মালিকানার সাথে সাথে ব্যবসা, চাকুরি, অর্থনৈতিক সক্ষমতা, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং শহরের সাথে যোগাযোগও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। Jahangir (1982) *Rural Society, Power Structure and Class practice* শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ভূমিতে মালিকানা ও কর্তৃত্ব ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার এনে দেয়। অর্থাৎ তিনি ভূমি মালিকানা এবং ক্ষমতার মধ্যে একটি সহ-সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। আবার Karim (1990) ভূমি এবং ক্ষমতার সাথে বৃহৎ গোষ্ঠীর প্রভাবের মধ্যে ঐক্য সূত্রের সন্ধান পেয়েছেন (Karim, 1990:7)। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর শ্রেণিভিত্তিক বিশ্লেষণের এ সকল ধ্রুপদী বিশ্লেষকগণ ভূমি মালিকানা, ক্ষমতা, মর্যাদা, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এবং জীবনমানের ক্রমচ্চোবিন্যাসের ভিত্তিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেণিবিন্যাস দেখিয়েছেন এবং তথ্য-উপাত্তের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে,

উপরোক্ত সবগুলো ইতিবাচক গুণাবলীর অধিকারীরাই গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষে অবস্থান করেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি গ্রাম এবং শহরের ব্যবধানকে হ্রাস করেছে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা অর্জনের আকাঙ্খা গ্রামীণ ক্ষমতাবানদের মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে। তাছাড়া গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা একসময় তাদের জীবিকা এবং পেশার প্রয়োজনে বর্গা চাষের ওপর নির্ভর করতো। তৃণমূলে এনজিওসমূহ বিনা জামানতে ক্ষদ্র ঋণ সুবিধা চালুর মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাবলম্বীতা অর্জনের আশার সঞ্চার হয়েছে। ফলে গ্রামীণ দরিদ্রদের ওপর ক্ষমতাবানদের একচেটিয়া অর্থনৈতিক আধিপত্য চ্যালেঞ্জে পড়েছে। এতে ক্ষমতাবানদের প্রতি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শর্তহীন আনুগত্যের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। ক্ষমতাবানরাও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব প্রতিষ্ঠার বিকল্প পন্থা 'উন্নয়ন ভূমিকা' গ্রহণে মনোযোগী হয়েছেন। ক্ষমতাবান এবং উন্নয়ন ভূমিকা পালনে আগ্রহী এই সীমিত ব্যক্তিবর্গই গ্রামীণ এলিট। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর এ শীর্ষ স্থান অধিকারীরাই বর্তমান গবেষণায় এলিট শ্রেণি বলে গণ্য হবেন। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এ সকল গবেষক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেণি বিন্যাস করেছেন মূলতঃ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো অথবা নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য। সুতরাং তারা ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষে অবস্থানকারী গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণে তৎপর ছিলেন না। কিন্তু গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ জরুরী। তাছাড়া উপরোক্ত গবেষকগণ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর বিশ্লেষণে ভূমি, মর্যাদা, ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে সহ-সম্পর্ক নির্ণয় করলেও 'ভূমিকা' বিষয়টির সাথে ঐসব বিষয়ের অনুবন্ধন নির্ণয়ে প্রয়াসী ছিলেন না। গ্রামীণ এলিট মর্যাদার জন্য অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই জরুরী হওয়া সত্ত্বেও গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'ভূমিকার' ভিত্তিতে এলিট মর্যাদা লাভ একটি সাম্প্রতিক প্রবণতা। এ কারণেই গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে গ্রামীণ প্রভাবশালীদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতার মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। সামাজিকভাবে নিজেদের প্রভাব অক্ষুন্ন রাখতে, অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী হতে এবং সর্বোপরি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্জন করতেও তারা তৎপর। তাদের এ তৎপরতাই তাদেরকে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করে। আর এ ভূমিকা পালনকে অনুষঙ্গ করেই তাদের মধ্য থেকেই আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব যেমন গড়ে উঠে, তেমনি তাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে উদীয়মান নেতৃত্বেরও আবির্ভাব ঘটে। যদিও এসব গ্রামীণ এলিটেরা বয়সে তরুণ, তারপরও তারা খানদান পরিবারেরই সদস্য (Karim, 1990)। স্থানীয় এলাকায় নিজেদের মর্যাদা এবং প্রভাবকে সমুন্নত রাখতে তারা নেতৃত্বের ঐতিহ্যিক আরোপিত ধারার পরিবর্তে অর্জিত গুণসম্পন্ন কৌশলী নেতৃত্বের প্রতি আগ্রহী। তবে আধুনিক এই কৌশলী নেতৃত্ব অর্জনে ব্যর্থতা খানদান পরিবারের অনেক সদস্যদের এলিটীয় মর্যাদাকেই চ্যালেঞ্জে ফেলে দেয়।

দুইটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে

০১. গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক চিত্র (অতীত ও বর্তমান) তুলে ধরা; এবং

০২. গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাকর্মটির জন্য মূলতঃ সার্ভে বা জরিপ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতির আওতায় পারপাসিভ স্যাম্পলিং বা লক্ষ্যভিত্তিক নমুনায়নের প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং আবদ্ধ ও খোলা প্রশ্নের সমন্বয়ে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার জবাব সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়া গ্রামীণ এলিটদের এ সংশ্লিষ্ট ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট বই-পুস্তক, গবেষণাকর্ম, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, সাময়িকী থেকে তথ্য-উপাত্ত নেয়া হয়েছে। গ্রামীণ এলিট শ্রেণির আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে চিহ্নিত করার প্রয়াসে নির্বাচিত ২০০জন গ্রামীণ এলিটের সাক্ষাৎকার এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। পর্যবেক্ষণকেও এ গবেষণার অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর তথ্যপ্রাপ্তি সহজ ও নিশ্চিত হয়েছে। বর্তমান গবেষণাকর্মটি বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার দু'টি ইউনিয়নের (বিশালপুর ও মির্জাপুর) নির্বাচিত ২০০জন গ্রামীণ এলিটের ওপর পরিচালিত হয়েছে। বিশালপুর ইউনিয়নের মোট আয়তন ৫৪.৩৪ বর্গ কিঃমিঃ এবং গ্রামের সংখ্যা ৫৩টি। ইউনিয়নটির মোট জনসংখ্যা ২৯৬২১ জন; এরমধ্যে পুরুষ ১৫৪০৫জন এবং মহিলা ১৪২১৬ জন। শিক্ষার হার ৪২%। নির্বাচিত আরেকটি ইউনিয়ন মির্জাপুরের মোট আয়তন ১৫.৫ বর্গ কিঃমিঃ এবং গ্রামের সংখ্যা ৩৪টি। ইউনিয়নটির মোট জনসংখ্যা ৫০৭২৩ জন ; এরমধ্যে পুরুষ ২৫৪০৪ জন এবং নারী ২৫৩০৯ জন। শিক্ষার হার ৬২% (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ২০১৯)।

তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত

Alice H. Amsden, Alisa Dicaprio এবং James Robison বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এলিটদের ভূমিকা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। নতুন এলিটদের আবির্ভাবে বৈশ্বিক অর্থনীতি তাদের দখলে গিয়েছে এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার জন্য তাদের দায়ী করা হচ্ছে। উন্নয়ন ফলাফলের উপর এলিটদের অসমঞ্জস প্রভাব রয়েছে সেটিও দেখানো হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে চীনের ঘটনা সমীক্ষার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে গ্রন্থটিতে যাতে এলিটদের

অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার পশ্চাতে যে গতিময়তাগুলো (Dynamics) থাকে তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে পাঁচটি দৃষ্টিকোণ থেকে এলিট এবং উন্নয়ন ফলাফলের সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পাঁচটি দৃষ্টিকোণ হলো- ১. প্রাতিষ্ঠানিক সৃজন এবং পরিবর্তনের জন্য এলিটদের অংশগ্রহণ এবং প্রতিক্রিয়া, ২. এলিটের গঠন এবং আবর্তনে কীভাবে অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রভাব বিস্তার করে, ৩. এলিটদের জাতীয় কল্যাণ প্রত্যক্ষকরণ, ৪. এলিটের আত্মপরিচয়ের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ৫. অএলিটদের সাথে এলিটেরা কীভাবে মিথস্ক্রিয়া করে। এলিটেরা সমাজের সর্বক্ষেত্রে নিজেদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অবস্থান নিশ্চিত করতে বিশেষাধিকার ভোগ করে এবং সমাজের সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। যদিও এলিট সম্পর্কিত এই মূল্যায়নে ক্ষমতার অবস্থান নির্দেশ করে কিন্তু তার জন্য শুধু সম্পদই নয় বরং প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্বপ্রসূত মর্যাদা বা পদবী। এই এলিটেরা শুধুমাত্র জাতীয় পর্যায়েই নীতি প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করে না বরং সমাজের সর্বক্ষেত্রেই তাদের বিচরণ এবং প্রভাব বিস্তারের চিত্র লক্ষণীয় (Alice H. Amsden, Alisa Dicaprio, James Robison, 2014)।

ওপরে বিশ্লেষিত এলিট সম্পর্কিত অনেক গুণই একজন গ্রামীণ এলিটের থাকতে পারে। Dube গ্রামীণ এলিট বলতে সেখানকার উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন দলের সদস্যদের কথা উল্লেখ করেন যারা আর্থিক দিক থেকে অবস্থাসম্পন্ন, মর্যাদাসম্পন্ন, শিক্ষিত এবং যাদের শহরের সাথে ভালো যোগাযোগ আছে (Dube, 1959)। Sharma গ্রামীণ এলিট বলতে সে ব্যক্তিবর্গকে বুঝিয়েছেন যারা গ্রাম পর্যায়ে নেতা ও গ্রামের মুখপাত্র ও প্রতিনিধি হিসেবে প্রভাব বিস্তার করেন এবং যারা গ্রামের বিভিন্ন সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ সমাধান দেন (Sharma, 1979)।

গ্রামীণ এলিট সম্পর্কিত দক্ষিণ এশীয় সমীক্ষাগুলোতে যারা বিভিন্ন গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনে রীতিবদ্ধ অবস্থান দখল করে আছেন তাদেরকে এলিট বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। Schulze এবং Blumberg, Bonjean এবং Olson এবং Jennings এর অনুসরণে তারা নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে অবস্থানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন (Schulze and Blumberg ,1957; Bonjean and Olson, 1964; Jennings ,1964)। তাঁরা ঐতিহ্যিক যশস্বী (Reputational) এলিটবর্গকে তাদের গবেষণায় উল্লেখ করেননি। যদিও এটা সত্য যে, তাদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে তাঁদের ঐতিহ্যিক যশ ধরে রাখতে না পারলেও গ্রামীণ ক্ষমতার বেশ খানিকটাই এখনো তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। Karim রাজশাহীর দু'টি গ্রামের ওপর এক গবেষণায় যশস্বী নেতৃত্বকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছেন; কিন্তু তিনি সরকারি কর্মসূচীর ফলে সৃষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের অবস্থানিক নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করেননি (Karim,1979)। পরবর্তীতে অবশ্য Karim অন্য এক গবেষণায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন (Karim, 1983)। বাংলাদেশে রীতিবদ্ধ ও অরীতিবদ্ধ উভয়

ধরনের এলিটই গ্রাম জীবনের বিভিন্ন কাজ-কর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে গ্রামকে প্রভাবিত করেন। শ্রীলংকার উদীয়মান এলিটদের ওপর এক সমীক্ষায় Marshall Singer গ্রামীণ এলিট দলের ভেতর বৌদ্ধ পুরোহিত, ঐতিহ্যিক প্রভাবশালী পরিবার ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদের অন্তর্ভুক্ত করেন। Singer আরো বলেন যে, প্রতিটি গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে আরো অনেক ব্যক্তিবর্গ বা দলসমূহ গ্রামীণ এলিটের সদস্য হতে পারেন (Singer, 1964)। Singer-এর এ সংজ্ঞাটি থেকে একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে যে, পরিস্থিতির বহুমুখীতার জন্য নেতৃত্ব প্রবেষণ সম্ভাবনাও ব্যাপকভাবে বহুমুখী। বাংলাদেশে গ্রামীণ এলিট বলতে গ্রামের নেতৃত্বকে বোঝায়। দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যা গ্রামীণ এলাকায় কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। বাংলাদেশের এ গ্রামগুলোতে যারা গ্রামের বিভিন্ন ইস্যুতে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন তারাই গ্রামীণ এলিট। অবস্থানিক দিক থেকে তাদের কারো যশস্বী এবং কারো অবস্থানিক ভূমিকা থাকতে পারে।

গ্রামীণ এলিট চিহ্নিতকরণ কৌশল

নেতৃত্ব বিশ্লেষণে নেতাদের চিহ্নিতকরণ একটি অন্যতম বিষয়। গ্রামীণ নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কাঠামোতে Schulze and Blumberg দু'ধরনের পদ্ধতিতে নেতাদের চিহ্নিত করেছেন: (১) অবস্থানিক কৌশল (২) যশস্বী কৌশল (Schulze and Blumberg,1959)। বাংলাদেশে গ্রামীণ নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে এ দু'ধরনের পদ্ধতি অবিমিশ্র নয় বরং পদ্ধতিগত সংমিশ্রণে কখনো কখনো ভিন্নমাত্রিক নেতৃত্বের সন্ধানও পাওয়া যায়। এর বাইরে ইস্যু পারটিসিপেশন কৌশলও গ্রামীণ এলিট চিহ্নিতকরণে প্রয়োগ করা হয়।

১) অবস্থানিক (Positional Approach)

১৯৫৩ সালে Floyd Hunter এর Atlanta City-র ওপর গবেষণার পূর্ব পর্যন্ত এলিটদের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে অবস্থানিক পদ্ধতি একটি বহুল ব্যবহৃত কৌশল হিসেবে পরিচিত ছিলো (Floyd Hunter, 1953)। অবস্থানিক এলিটবর্গ হলেন সে সব লোকজন যাঁরা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের কর্তৃত্বে অবস্থানিক ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ অবস্থানিক এলিটদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : (১) ইউ.পি.চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ; (২) সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ; (৩) প্রাতিষ্ঠানিক এলিট (গ্রামীণ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দ। বর্তমান গবেষণা এলাকায় অবস্থানিক এলিট মোট ১২২জন; এর মধ্যে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার ২৬জন, সমবায় সমিতি নেতা ২৩জন, প্রাতিষ্ঠানিক এলিট (বিদ্যালয়-মাদ্রাসার শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সদস্য) ৫১জন, রাজনৈতিক দলের ইউপি

পর্যায়ের নেতা ১২জন।

২) যশস্বী (Reputational Approach)

যশস্বী পদ্ধতি অনুযায়ী তারাই নেতা বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন সম্মান ও সৌজন্য প্রদর্শনে যাদের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় যথেষ্ট সুনাম, প্রভাব ও প্রতিপত্তি রয়েছে। এ বিশেষ শ্রেণির লোকেরা উক্ত এলাকায় বেশ পরিচিত এবং শ্রদ্ধাভাজন। তাই সহজেই এদেরকে চেনা যায়। সম্প্রদায়ের ক্ষমতা কাঠামোর প্রেক্ষাপটে Floyd Hunter প্রথম Regional city-তে গবেষণা করতে গিয়ে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন (Floyd Hunter, 1953)। যশস্বী পদ্ধতির অনেক কৌশলই থাকতে পারে, কিন্তু অধিকতর কার্যকরী কৌশল হচ্ছে ক্রমানুসারে এলিটদের নাম উল্লেখপূর্বক তাদের চিহ্নিত করা এবং এর মধ্যে যাঁরা সবচাইতে বেশি মূল্য এবং সম্মান পাবেন তাঁরাই যশস্বী নেতা বলে বিবেচিত হবেন। Karim পুঠিয়া উপজেলার দু'টি গ্রামের নেতাদের চিহ্নিত করতে (Karim, 1990) এবং Harjinder Singh তার পাঞ্জাবের দু'টি গ্রামে ক্ষমতা ও প্রভাব নির্ণয়ে যশস্বী পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন (Harjinder Singh, 1976)। মূলতঃ এসব প্রধান, মাতব্বর, সর্দার অথবা প্রামাণিকেরা গ্রামগুলোকে অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত করে থাকেন। বর্তমান গবেষণা এলাকায় যশস্বী এলিট মোট ৮৮জন। ১০ জন গ্রামীণ এলিটের মধ্যে যশস্বী এবং অবস্থানিক উভয় এলিটীয় যোগ্যতার বিদ্যমানতা একই সাথে লক্ষ করা গেছে।

৩) ইস্যু পারটিসিপেশন (Issue Participation Approach)

নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে ইস্যু পারটিসিপেশন পদ্ধতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ পদ্ধতিকে অনেক সময় Event Analysis, Decision Making অথবা Case Study পদ্ধতি বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট ইস্যুতে যারা কর্তৃত্ব করে থাকেন তাদেরকে এলিট বলে ধরে নেয়া হয়। Singh তার পাঞ্জাবের দু'টি গ্রাম গবেষণায় প্রভাবশালীদের চিহ্নিত করতে যশস্বী কৌশলের পাশাপাশি ইস্যু পারটিসিপেশন কৌশল ব্যবহার করেছেন (করিম, ২০০২:৮৪-৮৫)। গ্রামের বিভিন্ন সমস্যাকে চিহ্নিত করে এর পক্ষে জনমত গড়ে তুলে সমস্যা সমাধানে যাঁরা প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন তাঁদেরকে এ পদ্ধতিতে গ্রামীণ এলিট বলা যায়। বর্তমান গবেষণা এলাকায় ইস্যু পারটিসিপেশন কৌশলের ভিত্তিতে গ্রামীণ এলিট চিহ্নিত করা যায়নি।

নির্ণায়ক উপাদান

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে গ্রামীণ এলিটদের নির্ণায়ক উপাদান হিসেবে ভূমি মালিকানা, সম্পদের মালিকানা, শিক্ষা, সনাতন ও আধুনিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা প্রভৃতিকে উল্লেখ করা যায়। তবে Karim দেখিয়েছেন, গ্রামীণ নেতৃত্বের মূল উপাদান এখনো জমির মালিকানার ওপর বেশি নির্ভরশীল (Karim, 1990:38)। বর্তমান গবেষণা এলাকায় নেতৃত্বের জন্য জমির মালিকানা গুরুত্বপূর্ণ হলেও একমাত্র উপাদান নয়। এর সাথে অর্থনৈতিক সামর্থ্য, শিক্ষা, শহরের সাথে যোগাযোগ, প্রশাসনিক জ্ঞান, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং গ্রামীণ বিভিন্ন বিষয়ে ভূমিকা রাখার যোগ্যতার সমন্বয় ঘটলেই নেতৃত্বের অবস্থান পাওয়া যায় এবং এলিটীয় মর্যাদা অর্জিত হয়। সুতরাং যাঁরা উচ্চ বংশীয় ও সচ্ছল পরিবারের সন্তান ও শিক্ষিত এবং যাঁদের মধ্যে গ্রামের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়, তাঁদেরকেই গ্রামীণ এলিট বলা যায়। বর্তমান গবেষণায় গ্রামীণ এলিট বলতে বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার এমন ব্যক্তি (বর্গ) কে বোঝানো হবে, যিনি বা যাঁরা তুলনামূলকভাবে উচ্চবংশীয় মর্যাদা, কম-বেশি ভূমি মালিকানা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, কম-বেশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও গ্রামীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বীকৃত ভূমিকা পালন- এর এক, একাধিক বা সব ক'টি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি(বর্গ)।

বর্তমান গবেষণা এলাকার গ্রামীণ এলিট:আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

তরুণ উদীয়মান নেতৃত্বই হোক আর আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক কিংবা ঐতিহ্যিক নেতৃত্বই হোক না কেন, গ্রামীণ এলিটদের নেতৃত্ব অর্জনের পশ্চাতে যে উপাদানগুলো নানাভাবে ও নানা মাত্রায় ক্রিয়াশীল তা হলো বয়স, শিক্ষা, জমির মালিকানা, মর্যাদা, ক্ষমতা ইত্যাদি যা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বর্তমান গবেষণা এলাকার গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

০১. বয়স

বয়স হচ্ছে মর্যাদা নির্ধারণে সর্বজনীন নির্ধারক (Sharma, 1979: 50)। গ্রামীণ সমাজের নেতৃত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য বয়স চিহ্নিতকরণ অত্যন্ত জরুরী। কারণ বয়স চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে ঐ সমাজের নেতৃত্বের দায়িত্বশীল মানুষের বয়সের গড় অনুপাত পাওয়া সম্ভব হয়। বয়স এখনো ভারতের ঐতিহ্যিক নেতৃত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মূলতঃ বয়স হলো অভিজ্ঞতা, পরিপক্কতা এবং মনের মেজাজগত প্রশান্তির প্রতীক স্বরূপ (Rangnath, 1971: 62)। ঐতিহ্যিক সমাজে নেতৃত্বের গড় বয়স সর্বনিম্ন ২৫ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৫৫ বছর হয় বলে দারশংকর লক্ষ্য

করেছেন (Darshankar, 1979: 82)।

দণ্ড চিত্র-১.১: বয়স অনুসারে গ্রামীণ এলিট

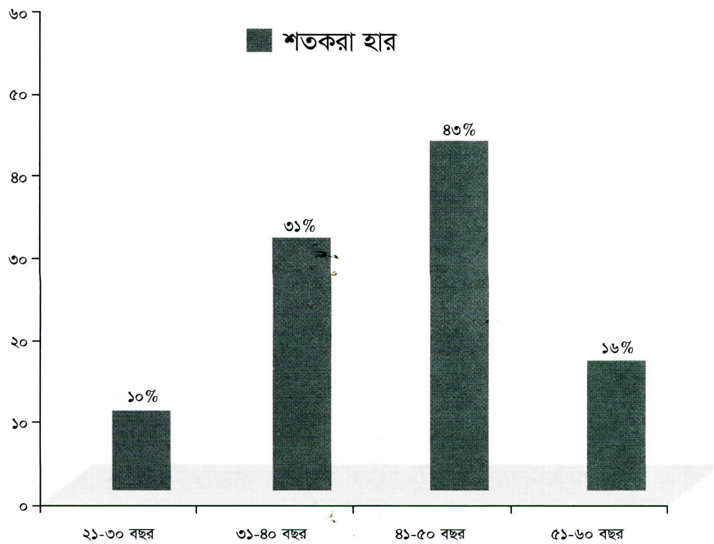

সূত্র: মাঠ জরিপ

প্রদত্ত দণ্ড চিত্র ১.১ এ লক্ষ করা যায়, গবেষণা এলাকায় ৪১-৫০ বছর বয়স্ক এলিটের সংখ্যা ৪৩%। সমাজের নেতৃত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রাধান্য স্পষ্ট। সমস্যা সমাধানে এ শ্রেণির ওপর গ্রামবাসীদের নির্ভরশীলতা এবং সে বিষয়ে এলিটদের আন্তরিকতা তুলনামূলকভাবে উর্ধ্বমুখী।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ঐতিহ্য ও আধুনিকীকরণের সমন্বয়ে গঠিত একটি সমাজ। গ্রামীণ সমাজে যেমন ঐতিহ্য নির্ভর নেতৃত্বের প্রাধান্য রয়েছে, তেমনি উদীয়মান তারুণ্য নির্ভর নেতৃত্বের বিকাশমান ধারাও সেখানে প্রবাহমান। যে বিষয়টি করিম (১৯৯০) পুঠিয়ার দু'টি গ্রাম বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন। বর্তমান গবেষক তাঁর গবেষণা এলাকায় তারুণ্য নির্ভর উদীয়মান নেতৃত্বের বিকাশমান ধারা পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রদত্ত সারণি অনুযায়ী ৩১-৪০ বছর বয়সী এলিট ৩১%। এই শ্রেণির এলিটদের গ্রাম পর্যায়ে স্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। প্রভাব চর্চার ক্ষেত্রে এই শ্রেণির এলিটেরা ৪১-৫০ বছর বয়সী এলিটদের দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এ কারণেই তারা রাজনৈতিক বিষয়ে অধিক সচেতন হতে চেষ্টা করেন। রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য হিসেবে তাদের মধ্যে ভূমিকা রাখার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। সরকারি অফিসের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তাঁদের অবস্থানকে দৃঢ় করে। তাঁদের অফিস সংক্রান্ত এই অভিজ্ঞতা গ্রামীণ সমাজে

গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়ে থাকে। ৫১-৬০ বছর বয়সী এলিটের সংখ্যা ৩২ জন (১৬%)। এ শ্রেণির এলিটদের মধ্যে গ্রামের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখার মানসিকতা লক্ষ করা যায়। এলাকায় বিভিন্ন সভা-সমাবেশে, উৎসব অনুষ্ঠানে মুরব্বী[১] হিসেবে তাঁরা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানে শোভা বর্ধন করেন। জাতীয় রাজনৈতিক ইস্যুতে তাদেরকে সারণীতে উল্লিখিত প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানে অবস্থানকারী এলিট শ্রেণির কাছ থেকে খোঁজ খবর নিতে দেখা যায়। ২১-৩০ বছর বয়সী এলিটদের সংখ্যা গবেষণা এলাকায় ২০ জন (১০%)। এদের অধিকাংশই কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র এবং তাঁদেরকে মূলতঃ সামাজিক সচেতনতামূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। এই শ্রেণির এলিটেরা সামজিক অসঙ্গতির ব্যাপারে অধিক সচেতন বলে প্রতীয়মান হয়। বয়সভিত্তিক গ্রামীণ এলিটদের অবস্থান থেকে বোঝা যায় যে, গ্রামীণ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মধ্য বয়সী (৪১-৫০) গ্রামীণ এলিটদের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং সহিষ্ণুতায় যারা ভারসাম্যপূর্ণ। গ্রামীণ সমাজে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তির জন্য এই ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইস্যুতে এই ভারসাম্য গ্রামীণ সমাজের সংহতি রক্ষায় কার্যকর বিবেচিত হয়।

০২. শিক্ষা

শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজে সম্মানজনক অবস্থান পান (Darshankar, 1979:85)। যে কোনো ধরনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষিত ব্যক্তির ভূমিকা হয় অগ্রগণ্য (Rangnath, 1979:108)। শিক্ষাকে নেতার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিচেনা করা হয় (Sharma, 1979:50)। বর্তমান সমাজে সম্প্রদায়ের ইস্যু এবং সমস্যা সম্পর্কে বোঝার সামর্থ্য এবং অন্যের সাথে দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময় নেতৃত্বের অন্যতম গুণাবলী (Darshankar, 1979:84-85)। শিক্ষা হলো সে সামর্থ্য অর্জনের উপায়। নেতৃত্বের সাবলীল বিকাশের জন্য শিক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। গ্রামীণ এলিটেরা যেহেতু গ্রাম সমাজে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন তাই শিক্ষা তাঁদের প্রাপ্তব্য মর্যাদাকে যুগোপযোগী করে তোলে। শিক্ষা গ্রামীণ এলিটদের মর্যাদার অন্যতম নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে (Wahab, 1980:84; Rumi, 1985:57; Karim, 1990)। শিক্ষিত গ্রামীণ এলিটেরা গ্রামের সাধারণ মানুষের চিঠি-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ, অফিস-আদালতের গুরুত্বপূর্ণ কাগজ-পত্রাদি সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়া শিক্ষিত গ্রামীণ এলিটেরা গ্রাম পরিদর্শনে আসা সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে গ্রামের মুখপাত্র হিসেবে আলোচনা করেন।

১ স্থানীয়ভাবে বয়োজ্যেষ্ঠদের মুরব্বী বলে সম্বোধন করা হয়।

দণ্ড চিত্র ১.২: শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে গ্রামীণ এলিট

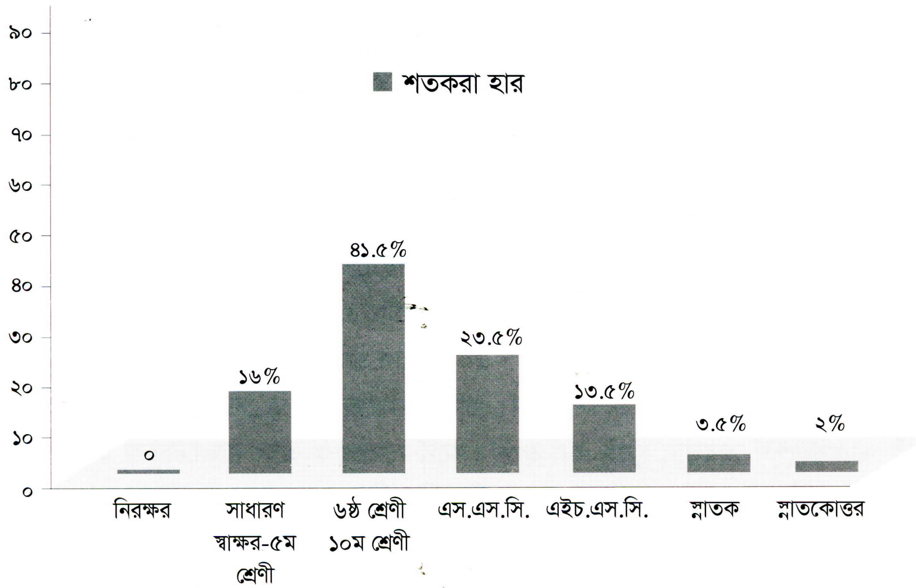

সূত্র: মাঠ জরিপ

দণ্ড চিত্র ১.২-এ লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, বর্তমান গবেষণা এলাকায় কোনো নিরক্ষর গ্রামীণ এলিট নেই। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। নিরীক্ষিত গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে সাধারণ সাক্ষর থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন এলিটদের সংখ্যা ৩২ জন (১৬%)। এসব গ্রামীণ এলিটদের সকলেই বয়স্ক কৃষক শ্রেণির গ্রামীণ এলিট। উপযুক্ত শিক্ষার অভাব গ্রাম সমাজে তাঁদের ভূমিকা রাখার অবস্থানকে দুর্বল করে দিয়েছে। যদিও রক্তের সম্পর্ক সমাজে এখনো তাঁদের সম্মানের অবস্থানকে ধরে রেখেছে, কিন্তু এতে তাঁরা সন্তুষ্ট নন। তাই এই শ্রেণির এলিটেরা নিজেদের পরিবর্তে গ্রামীণ সমাজে সন্তানদের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা করতে মনোযোগী হয়েছেন লক্ষ করা যায়। ৬ষ্ঠ-১০তম শ্রেণির শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রামীণ এলিটেরা সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে বেশি (৪১%) এবং গ্রাম পর্যায়ে এসব এলিটের প্রভাবশালী ভূমিকা লক্ষ করা যায়। আবার এ শ্রেণির এলিটদের বয়সও ৪১-৫০ বছরের মধ্যে। বয়সের গড়ে যেমন তাদের সংখ্যা অধিক, তেমনি শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতেও তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। এস.এস.সি. পাশ যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রামীণ এলিটদের সংখ্যা ৪৭ (২৩.৫%)। এসব গ্রামীণ এলিটেরা গ্রাম পর্যায়ে উদীয়মান এলিট হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। তাঁরা মূলতঃ গ্রামের আনুষ্ঠানিক (ইউপি, সমবায় সমিতির নেতৃত্ব প্রভৃতি) নেতৃত্বের প্রতি অধিক মনোযোগী। এ জন্য তাঁরা গ্রামবাসীকে সংগঠিত করে নিজেদের অনুকূলে আনার চেষ্টা করেন। এইচ.এস.সি.

পাশ এলিটদের সংখ্যা ২৭জন (১৩.৫%)। এ শ্রেণির এলিটদের বেশিরভাগই বিভিন্ন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে চাকুরিরত। শিক্ষার উন্নয়নে এ শ্রেণির এলিটদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাঁরা গ্রাম সমাজে চাকরিজীবী হিসেবে যথেষ্ট সম্মানিত। গ্রাম সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয়। সকল স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী গ্রামীণ এলিটেরা গ্রাম পর্যায়ে ব্যাপক প্রভাবশালী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন যাঁদের সংখ্যা ৭ জন (৩.৫%) এবং ৪ জন (২%)। কারণ তাঁরা সরকারি-বেসরকারি অফিস এবং তাদের কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করার মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এ শ্রেণির গ্রামীণ এলিটদের বেশিরভাগই বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কলেজ-মাদ্রাসার প্রভাষক হিসেবে কর্মরত। বর্তমান গবেষণা এলাকায় উচ্চ শিক্ষার হার যদিও কম তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, নির্বাচিত সকল এলিটই সাক্ষর অর্থাৎ সাক্ষরতার হার শতকরা একশত ভাগ, যেখানে বগুড়া জেলার সাক্ষরতার হার ৪৯.৪% এবং শেরপুর উপজেলার সাক্ষরতার হার ৪৪.১% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১২)। সর্বোপরি সারা দেশের সাক্ষরতার হার (৭+) ৭২.৯% (প্রথম আলো, ৬ সেপ্টেম্বও, ২০১৮)। শিক্ষার প্রতি গ্রামীণ এলিটদের ইতিবাচক মনোভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্থানীয় এলাকায় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যেকোনো উদ্যোগ এবং ভূমিকায় তাঁরা কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকেন। তাঁদের এই অবস্থান অনুসারিদের দারুণভাবে অনুপ্রাণিত এবং প্রভাবিত করে। শিক্ষার প্রতি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শ্রেণি নির্বিশেষে ইতিবাচক মনোভাব সেই বাস্তবতারই বহিঃপ্রকাশ বলে দাবি করা যায়।

০৩. বসতবাড়ি

বসতবাড়ীর ঐতিহ্য গ্রামীণ এলিটদের প্রভাব এবং নেতৃত্ব ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে (Rumi 1985:62)। Karim এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী ঐতিহ্যিক এসব গ্রামীণ এলিটেরা সুদীর্ঘকালব্যাপী বংশীয় মর্যাদার ভিত্তিতে গ্রাম সমাজকে অরীতিবদ্ধভাবে পরিচালিত করে আসছে (Karim,1990)। উদাহরণস্বরূপ বিশালপুর ইউনিয়নের দুবলাই গ্রামের হাজী বাড়ি, পেঁচুল গ্রামের খাঁ (খান) বাড়ি, কচুয়াপাড়া গ্রামের সরকার বাড়ি এবং মির্জাপুর ইউনিয়নের উচরং গ্রামের সরকার বাড়ির কথা উল্লেখ করা যায়। এ বাড়িগুলো শুধুমাত্র উপরোক্ত গ্রামগুলোতেই নয় আশেপাশের এলাকায়ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এসব বাড়ির সদস্যরাও বাড়ির নামানুসার সম্বোধিত হয়ে থাকেন যেমন হাজী বাড়ির ছেলে, সরকার বাড়ি ছেলে, খাঁ (খান) বাড়ির ছেলে অথবা সরকার বাড়ির ছেলে।

বাড়ি কথাটা দিয়ে গ্রামবাসী কখনো কখনো বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন পরিবার, ঘর, গোষ্ঠী ইত্যাদিকেও নির্দেশ করে (রহমান, ১৯৯৯: ৬২)। তাছাড়া বেশি সদস্য এবং অধিক সম্পত্তির মালিকানা খানদান (উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন) পরিবারের প্রতীক (Rumi, 1985: 62)। কিন্তু গবেষণা এলাকায়

অধিক সম্পত্তি খানদানের প্রতীক বলে বিবেচিত হলেও, অধিক সদস্য খানদান প্রতীক নির্দেশ করে না। কারণ গবেষণা এলাকায় যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষণীয় নয়, বরং একক পরিবারের প্রবণতা স্পষ্ট। তারপরও গ্রাম পর্যায়ে খানদান পরিবারগুলো যৌথ থেকে একক পরিবারে রূপ নিলেও ক্ষমতা চর্চার ক্ষেত্রে তাঁরা যৌথ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া প্রতিটি খানদান বাড়ির প্রধান ব্যক্তি গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে অধিক প্রভাবশালী হিসেবে বিবেচিত হন (Rumi, 1985: 62)। তারপরও তাঁরা বংশের জীবিত জ্যেষ্ঠ মানুষের প্রভাব চর্চায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন এবং অনেক সময় একটি খানদান বংশের বাড়িকে কেন্দ্র করে পাড়া {একাধিক কাছাকাছি ঘর নিয়ে কোনা, কতকগুলো কোনা নিয়ে বাড়ি এবং কতকগুলো বাড়ি নিয়ে গঠিত হয় পাড়া (রহমান, ১৯৯৯:৬৩)} সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন দুবলাই গ্রামের হাজী বাড়ি থেকে হাজী পাড়ায় রূপান্তর, কচুয়াপাড়ার সরকার বাড়ি থেকে সরকার পাড়ায়, প্রামানিক বাড়ি থেকে প্রামানিক পাড়ায়, পেঁচুল গ্রামের খাঁ বাড়ি থেকে খাঁ পাড়ায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া লক্ষণীয়। এসব পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠ লোক বংশের প্রধান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। মুরব্বী বা বয়স্ক শ্রেণির এসব গ্রামীণ এলিটেরা বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ঐসব অনুষ্ঠানের শোভা বর্ধন করে থাকেন। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় তাদের উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তবে নির্দিষ্ট বংশের অন্যান্য অপেক্ষাকৃত বয়সে তরুণ এলিটেরা গ্রামীণ বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে এবং ক্ষমতা কাঠামোয় স্পষ্টতঃ প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। ঐসব এলিটেরা নির্দিষ্ট পাড়ার বিভিন্ন বাড়ির প্রধান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। বংশ-প্রধান মুরব্বীরা এসব ব্যাপারে তাঁদের ওপর আস্থা রাখেন।

বাড়ির প্রধান এসব গ্রামীণ এলিটেরা গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকেন। বাড়ির গঠনগত ধরন থেকেও গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে ভূমি মালিকানার ধরন বসতবাড়ি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে (Jahangir, 1979)। গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে যাঁরা অধিক ভূমির মালিক (ধনীকৃষক) এবং যাঁরা আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল তাদের বাড়ির আয়তন তুলনামূলক অন্যান্য গ্রামবাসীর বাড়ির আয়তনের চেয়ে বড়। বাড়ির গঠনগত দিক দিয়েও এ পার্থক্য দেখা যায়। অতীতে বর্তমান গবেষণা এলাকায় সকল গ্রামীণ এলিটের বসতবাড়ী কাঁচা মাটির তৈরি দেখা গেলেও বর্তমানে তাঁদের মধ্যে ইটের পাকা বাড়ি তৈরি করার প্রবণতা লক্ষণীয়। বাড়ির ধরন অনুযায়ী এ সকল বাড়ির অধিকাংশেই কয়েকটি ঘর ছাড়াও একটি বৈঠকখানা রয়েছে। বৈঠকখানাকে এলিটদের মর্যাদার নির্দেশক হিসেবে দেখা হয় (চৌধুরী, ২০০৩:৩৭)। তবে অনেক গ্রামীণ এলিট পরিবারই এ বৈঠকখানাকে অবিবাহিত সন্তানদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। দণ্ডচিত্র ১.৩ এর মাধ্যমে গ্রামীণ এলিটদের বসত বাড়ির ঘরের সংখ্যা জানা যাবে:

দণ্ড চিত্র-১.৩: ঘরের মালিকানা অনুসারে গ্রামীণ এলিট

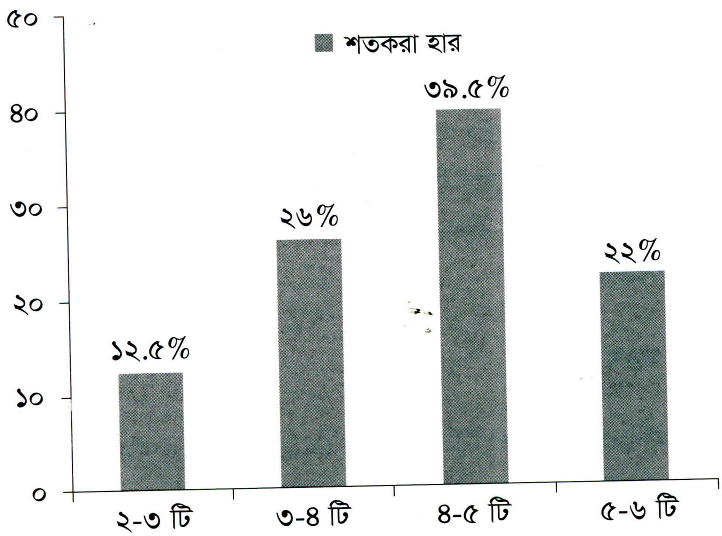

সূত্র: মাঠ জরিপ

দণ্ড চিত্র-১.৩ এ দেখা যায়, বর্তমান গবেষণা এলাকায় ৪-৫টি ঘর বিশিষ্ট বাড়ি রয়েছে যার শতকরা হার ৩৯.৫ ভাগ গ্রামীণ এলিটের। এ শ্রেণির এলিটদের অধিক পরিমাণ জমির মালিকানা রয়েছে। এসব গ্রামীণ এলিটেরা বাড়ির ঘরগুলোকে বসবাসের পাশাপাশি শস্য সংরক্ষণের গুদাম হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। যদিও শস্য সংরক্ষণের জন্য তাদের আলাদা গোলাঘর থাকে। এসব বাড়ির ৪টি ঘর বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট থাকলেও একটি ঘর বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে বৈঠকখানার পূর্বের গঠনগত রূপের সাথে পার্থক্য লক্ষ করা যায়, যা চৌধুরী ({বাংলায়} ২০০৩) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছিলেন। বর্তমানে বৈঠকখানা মূলবাড়ির অন্দর মহলেই অবস্থিত হয়ে থাকে এবং অন্যান্য ঘরের সাথে এর গঠনগত কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। ৩-৪টি ঘরবিশিষ্ট বসতবাড়ী রয়েছে ৫২ জন এলিটের (২৬%)। এ ধরনের বসতবাড়ী ইটের পাকা বাড়ি এবং এতে এলিটেরা একক পরিবার হিসেবে বসবাস করে থাকেন। মোট ৪৪ জন (২২%) গ্রামীণ এলিটের বাড়িতে ঘরের সংখ্যা ৫-৬টি। এসব বাড়িতে সাধারণতঃ যৌথ পরিবারের বসবাস। এসব বাড়ির প্রধানরা গ্রাম পর্যায়ে অধিক প্রভাবশালী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। ২-৩ টি ঘরবিশিষ্ট বসতবাড়ির সংখ্যা ২০টি (১০%)। সাধারণতঃ যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার গঠন করলেও এর সদস্যরা যৌথ পরিবারের বাড়িতেই ২-৩টি ঘর ভাগাভাগি করে নিয়ে বসবাস করে থাকেন। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকার, পাকা বাড়ি এবং গ্রামের মধ্যবর্তী অবস্থান এলিটদের মর্যাদাকে প্রভাবিত করে। অতীতে গবেষণা এলাকায় এলিটেরা মাটির বাড়ি তৈরি করলেও বর্তমানে ইটের পাকা বাড়ি করার প্রবণতা লক্ষণীয়, যেটি পূর্বেই উল্লেখ

করা হয়েছে। ইটের বাড়ি তৈরির প্রবণতা গ্রামীণ বসত বাড়ির কাঠামোগত অবস্থানে সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এনেছে। বসতবাড়ি সংক্রান্ত কাঠামোগত এ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পথিকৃত গ্রামীণ এলিট শ্রেণি। বসত বাড়ি সম্পর্কে তাদের নতুন এ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা তাঁদের অনুসারীরাও সমানভাবে অনুপ্রাণিত হচ্ছে যেটি গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। যেকোনো ধরনের পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ এলিটদের ইতিবাচক মনোভাব গ্রামীণ সমাজে তাঁদেরকে আধুনিকতার এজেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরীসহ গ্রামীণ জীবনকে আধুনিক করে গড়ে তুলতে তাঁদের ভূমিকাকে তাই তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচনা করা যায়।

০৪. পরিবারের ধরণ

পরিবার হলো সামাজিক জীবনের মৌলিক একক (Afsaruddin, 1964:12)। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর পরিবারের প্রকারভেদ অনুসারে পরিবার একক এবং যৌথ এ দু'ভাগে বিভক্ত। একক পরিবার বলতে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে গঠিত পরিবারকে বোঝায়। আর যৌথ পরিবারে স্বামী, স্ত্রী ও নাবালক পুত্র-কন্যা, পিতা ও মাতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, স্বামীর ভ্রাতা ও তাঁদের স্ব-স্ব স্ত্রী ও পুত্র কন্যারা অন্তর্ভুক্ত থাকেন (খান, ১৯৮০:২২৭)। গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁদের পরিবারের ধরণ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

পাই চিত্র-১.১: পরিবারের ধরণ অনুসারে গ্রামীণ এলিট

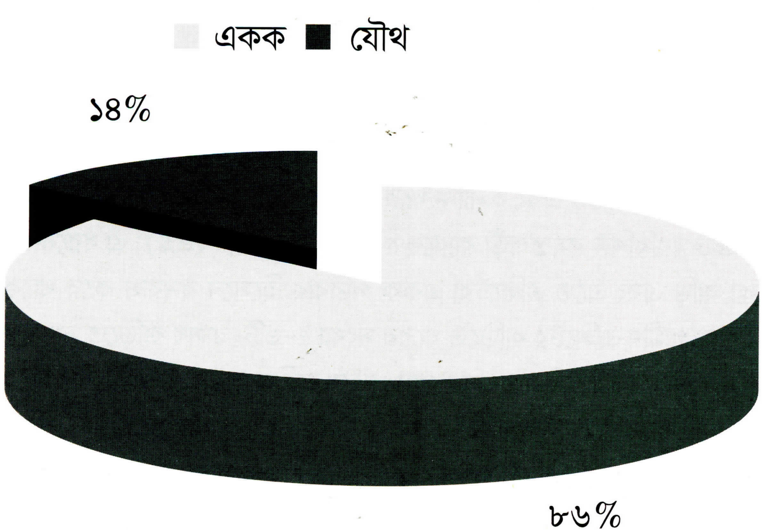

সূত্র: মাঠ জরিপ

প্রদত্ত পাই চিত্র ১.১ এ দেখা যায়, গবেষণা এলাকায় স্থানীয় গ্রামীণ এলিটদের পরিবারের মধ্যে যৌথ পরিবার ২৮টি (১৪%) এবং একক পরিবার ১৭২টি (৮৬%)। উপাত্ত থেকে বোঝা যায়, বর্তমান গবেষণা এলাকায় যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব উল্লেখযোগ্য ও ব্যাপক নয় বরং একক পরিবারের প্রবণতা স্পষ্ট। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনো যৌথ পরিবার ব্যবস্থা টিকে আছে। যে গ্রামীণ এলিটেরা অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ এবং জমিজমাসহ সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদ নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন তাঁরাই কেবল যৌথ পরিবার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এসব পরিবারের অন্য সদস্যরা বিভিন্ন পেশায় জড়িত। তবে পারিবারিক ব্যয় মেটানোর ক্ষেত্রে তাঁরা পরিবারের উদ্বৃত্ত আয়ের ওপর নির্ভরশীল। যদিও যৌথ পরিবারের বহুমুখী সুবিধা রয়েছে। যৌথ পরিবার গ্রামীণ এলিটদের ব্যাপক প্রভাবশালী করে থাকে এবং গ্রামের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করে থাকে, তারপরও যৌথ পরিবারের তরুণ সদস্যরা একক পরিবার গঠনের মনোভাবই পোষণ করেন।

গবেষণা এলাকায় একক পরিবার গঠনের প্রবণতা লক্ষ করা গেলেও গ্রামীণ সমাজে প্রভাব প্রতিষ্ঠায় তাঁরা একই একক (ইউনিট) হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকেন। সেই একক যে সব সময় কার্যকর এবং প্রাণবন্ত থাকে তা নয়। ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের মধ্যে নানা বিষয়ে অনৈক্য তৈরি হয় এবং সেই অনৈক্য গ্রামীণ সমাজে তাদের প্রভাবকে সংকুচিত করে ফেলে। এতে তাঁদের এলিটীয় মর্যাদাও হুমকীর মধ্যে পড়ে যায়।

০৫. বংশ মর্যাদা

গ্রামীণ সমাজে গোষ্ঠীর (মূলতঃ পিতৃ-ধারায় {Patrilineal} জ্ঞাতিরা যারা একই পূর্ব পুরুষ {Common male ancestor} থেকে নিম্নধাবিত {decendent} তারাই গোষ্ঠীর সদস্য বলে পরিচিত। পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই এ গোষ্ঠীর সদস্য বলে গণ্য হয় [রহমান, ১৯৯৯:৫৬]) পরিবর্তে আরো একটি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায় সেটি হলো বংশ। অধিকাংশ গবেষক এ শব্দদ্বয়কে একই অর্থে এবং একটিকে অন্যটির প্রতিশব্দ হিসেবে মনে করেছেন (রহমান, ১৯৯৯: ৫৮)। বর্তমান গবেষণা এলাকায় মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য বংশ মর্যাদা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তবে বংশের আকার যেমন এক রকম হয় না তেমনি ক্ষমতা ও মর্যাদার দিক থেকেও বংশের বিভিন্নতা রয়েছে। বিভিন্ন উপাদান বংশের ক্ষমতা ও মর্যাদার বিভিন্নতা নিরূপণ করে। এ উপাদানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: শক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি, শিক্ষা, বৈবাহিক সম্পর্ক, উচ্চতর প্রভাব (যেমন প্রশাসন, ব্যাংক, ইউনিয়ন পরিষদ, রাজনৈতিক সংগঠন প্রভৃতিতে প্রভাব থাকে) ইত্যাদি (রহমান, ১৯৯৯: ৫৯)।

জীবনযাপন প্রণালীর বিভিন্নতা, শিক্ষা, সম্পদ, জমির মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে প্রধানতঃ এ দেশের গ্রামের মুসলিম জনগোষ্ঠী স্তরায়িত (চৌধুরী, ২০০৩: ৬৬)। বংশ মর্যাদার ভিত্তিতে বর্তমান গবেষণা এলাকার মানুষের মধ্যে সামাজিক স্তরবিন্যাস হতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে চৌধুরী বর্ণিত সৈয়দ, শেখ, মোঘল, পাঠান (চৌধুরী, ২০০৩:৬৭) কিংবা বার্টোসি (বাংলায়) বর্ণিত মজুমদার, ভুঁইয়া, চৌধুরী, মহিষান, কাজী, মুন্সী (বার্টোসি, ১৯৯২:৭৪) পদবীর বংশের উপস্থিতি দেখা যায় না। বর্তমান গবেষণা এলাকায় প্রামাণিক, সরকার, খান, মণ্ডল, আকন্দ পদবীর বংশের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। উপরোক্ত বংশগুলোই গবেষণা এলাকায় আশরাফ (বার্টোসি, ১৯৯২:৬১) বা খান্দান (চৌধুরী, ২০০৩:৬৯) বংশ হিসেবে পরিচিত। গবেষণা এলাকায় জমির মালিকানার সাথে সাথে বংশ মর্যাদার সমন্বয় সামাজিক মর্যাদার অবস্থান দখল করতে সাহায্য করে। তাই বংশ মর্যাদার প্রভাব পুরোপুরি অস্বীকার করার উপায় নেই। বংশ মর্যাদাসম্পন্ন গ্রামীণ এলিটেরা গ্রাম পর্যায়ে তাদের প্রভাব বলয় অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করে থাকেন। গবেষণা এলাকার সকল গ্রামীণ এলিট উপরোক্ত বংশীয় পদবীর অধিকারী যা দণ্ড চিত্র ১.৪-এ দেখানো হলো:

দণ্ড চিত্র-১.৪: বংশীয় পদবীর ভিত্তিতে গ্রামীণ এলিট

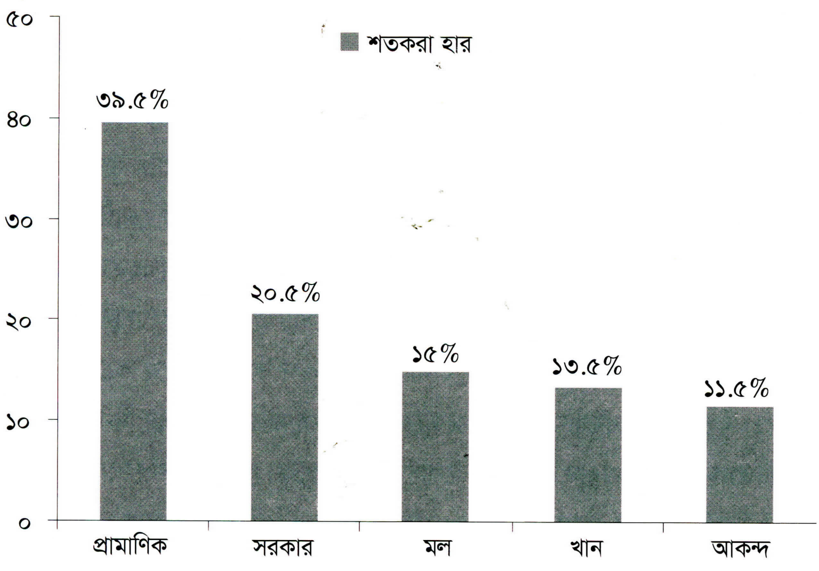

সূত্র: মাঠ জরিপ

প্রদত্ত দণ্ড চিত্র ১.৪ লক্ষ করা যায়, গবেষণা এলাকায় প্রামাণিক বংশের গ্রামীণ এলিট অপেক্ষাকৃত

বেশি যার সংখ্যা ৭৯ জন (৩৯.৫%)। এ ছাড়া সরকার শ্রেণির গ্রামীণ এলিটের সংখ্যা ৪১ জন (২০.৫%), খান বংশ মর্যাদার এলিটের সংখ্যা ২৭ জন (১৩.৫%), মণ্ডল বংশের গ্রামীণ এলিটের সংখ্যা ৩০ জন (১৫%) এবং আকন্দ বংশের গ্রামীণ এলিটের সংখ্যা ২৩ জন (১১.৫%)। বর্তমান গবেষণা এলাকায় অতীতের ন্যায় গ্রামীণ সমাজে প্রভাব প্রতিষ্ঠা এবং মর্যাদার জন্য বংশের প্রভাব ততোটা কার্যকর নয়। অর্থনৈতিক সক্ষমতা, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং ভূমিকা রাখার যোগ্যতা না থাকলে শুধুমাত্র বংশ মর্যাদায় এলিটীয় মর্যাদা অর্জন সম্ভব নয়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো স্থানীয় এলাকায় প্রভাবশালী বংশের সদস্যরাই এলিটীয় মর্যাদা অর্জনের উপরোক্ত গুণ অর্জনে তৎপর এবং সক্ষমও বটে।

গ্রামীণ এলিটদের অর্থনৈতিক অবস্থা

নেতা ও নেতৃত্ব সব সময় সমাজের ধনীক শ্রেণির পরিবার থেকে আসে বলে সাধারণ মানুষের বদ্ধমূল ধারণা। অর্থনৈতিক মর্যাদা গ্রামীণ নেতাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। বংশ নয় বরং অনেকে সম্পত্তির মালিক হওয়ার কারণে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে পারেন (Rangnath, 1968:92)। মূলতঃ ক্ষমতা এবং সম্পদ একে অপরের পরিপূরক। Darshankar (1979) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, 'প্রত্যেক নেতাই তাঁর পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতার কারণেই তাদের নেতৃত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন' (Darshankar, 1979:90)। বাংলাদেশের গ্রামীণ এলিটদেরও নেতৃত্ব, মর্যাদা এবং ক্ষমতা অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই বর্তমান গবেষণা এলাকার গ্রামীণ এলিটদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে।

০১. ভূমি মালিকানা

গ্রামে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভূমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গ্রামীণ ভারতের ভূমি মালিকানার ধরন অনুযায়ী চাষযোগ্য জমির অধিকাংশই একটি ক্ষুদ্র সংখ্যক বৃহৎ মালিকদের হাতে পুঞ্জিভূত (Sirsikar, 1970:72)। বাংলাদেশের ভূমি মালিকানার ধরনও একই। বাংলাদেশের ৫০ ভাগ জমি এসব অল্প সংখ্যক গ্রামীণ এলিটদের হাতে পুঞ্জিভূত (Rumi, 1985:7)। বাংলাদেশে গ্রামীণ সমাজে জমির মালিকানা এবং জমির সাথে সম্পর্ক সমাজ কাঠামো ও অর্থনীতির মাঝে প্রধান যোগসূত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে (বার্টোসি, ১৯৯২:৫৬)। তাই গ্রামীণ এলাকায় এলিট মর্যাদা প্রাপ্তিতে জমি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। মূলতঃ জমির মালিকানা ও জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ মানুষের মর্যাদা ও প্রতিপত্তির মাপকাঠি (বার্টোসি, ১৯৯২:৫৬)। জমির মালিকানা হলো ক্ষমতার প্রাথমিক উৎস। এটি সবচেয়ে দৃশ্যমান সম্পদ এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে তা ব্যক্তির মর্যাদার সাথে জড়িত (Karim, 1990:80)। বাংলাদেশে গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক

অবস্থা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরিবারের জমির পরিমাণ অন্যতম সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। জমির মালিকানার ধরন অনুযায়ী গবেষণা এলাকায় কয়েক শ্রেণির ভূমি মালিক গ্রামীণ এলিটের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

ক) যে গ্রামীণ এলিটেরা ১৫-২০ একর জমির মালিক তাঁরা গবেষণা এলাকায় খুব ধনী (বড় গেরস্থ) হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

খ) যে গ্রামীণ এলিটেরা ১০-১৫ একর জমির মালিক তাঁরা ধনী কৃষক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

গ) যে গ্রামীণ এলিটেরা ৫-১০ একর জমির মালিক তাঁরা মধ্যবিত্ত কৃষক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

ঘ) যে গ্রামীণ এলিটেরা ১-৫ একর জমির মালিক তাঁরা নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

পাই চিত্র-১.২: জমির মালিকানা অনুযায়ী গ্রামীণ এলিট

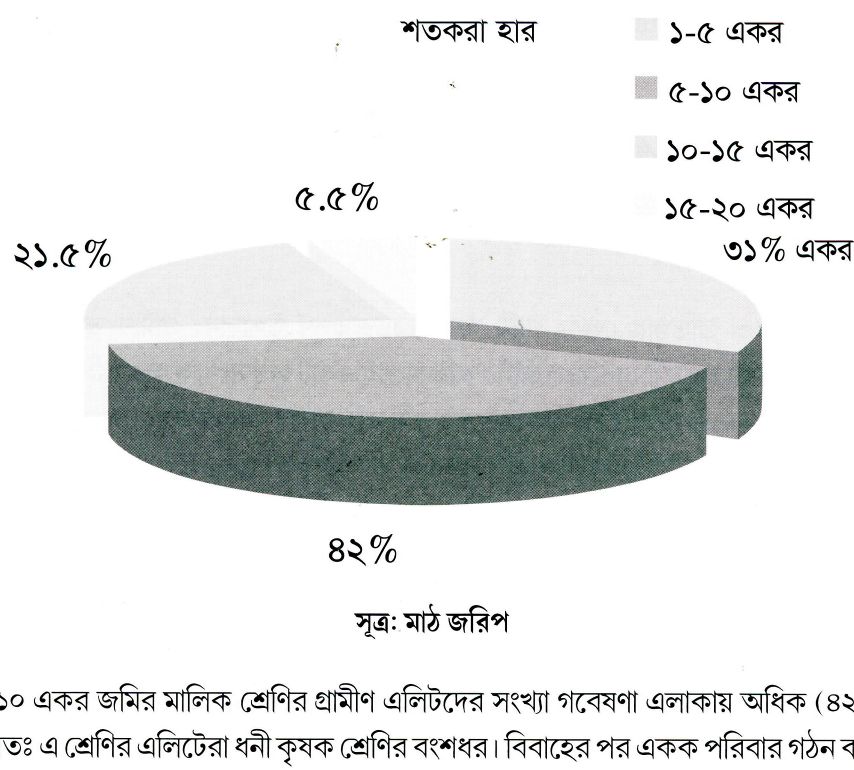

সূত্র: মাঠ জরিপ

৫-১০ একর জমির মালিক শ্রেণির গ্রামীণ এলিটদের সংখ্যা গবেষণা এলাকায় অধিক (৪২%)। মূলতঃ এ শ্রেণির এলিটেরা ধনী কৃষক শ্রেণির বংশধর। বিবাহের পর একক পরিবার গঠন করায়

জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে তাঁরা মধ্যবিত্ত কৃষকে পরিণত হয়েছেন। গ্রামীণ সমাজে ঐতিহ্যগত প্রভাব চর্চায় যথেষ্ট সচেতন এ শ্রেণির এলিটেরা বংশগতভাবে সে প্রভাব রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ। গবেষণা এলাকায় ১০-১৫ একর জমির মালিক শ্রেণির এলিটদের সংখ্যা ৪৩ জন (২১.৫%)। এ শ্রেণির এলিটেরা গবেষণা এলাকায় ধনী কৃষক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। এসব এলিটেরা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং অনেকদিন যাবৎ একক পরিবার রক্ষা করায় এবং কোনো সন্তানের বিবাহ না দেয়ায় তাঁদের জমির পরিমাণ অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছেন। গবেষণা এলাকায় ১৫-২০ একর জমির মালিক শ্রেণির এলিটেরা খুব ধনী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। এ শ্রেণির এলিটদের সংখ্যা ১১ জন (৫.৫%)। যে এলিটেরা এখনো যৌথ পরিবার টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন এবং পরিবারের পুত্র সন্তানেরা বিবাহ করার পরও পিতা মাতার সাথে যৌথ পরিবারে একত্রে বসবাস করছেন তারাই এতো অধিক পরিমাণ জমির মালিকানা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ১-৫ একর জমির মালিক শ্রেণির কৃষকেরা মূলতঃ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির কৃষক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। এ শ্রেণির এলিটের সংখ্যা ৬২ জন (৩১%)। যাঁরা এক সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণির কৃষক ছিলেন কিন্তু পারিবারিক বিভিন্ন ব্যয় মেটাতে গিয়ে তারা জমির কিছু অংশ বিক্রয় করতে বাধ্য হন। এর ফলে তাঁরা নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষকে পরিণত হয়েছেন। এ শ্রেণির গ্রামীণ এলিটেরা অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করলেও গ্রাম পর্যায়ে তাঁদের প্রভাব ধরে রাখতে তৎপর। বংশ মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকায় তাঁরা নিজ প্রভাব ধরে রাখতে সক্ষম হন বলে গবেষণা এলাকায় প্রতীয়মান হয়েছে। তবে এ শ্রেণির এলিটেরা অর্থনৈতিকভাবে যতো দুর্বল হতে থাকেন তাঁদের প্রভাবও ততো হ্রাস পেতে থাকে। ভূমি মালিকানা যেহেতু গ্রামীণ নেতৃত্বের ঐতিহ্যিক উপাদান সেহেতু গ্রামীণ এলিটেরা ভূমি মালিকানা ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন। আর এ কারণেই জমির ওপর চাপ হ্রাস করার জন্য নিরীক্ষিত এলিটদের কেউ কেউ স্থানীয় হাট-বাজারে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা অথবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে নিয়োজিত থাকার চেষ্টা করেন। এতে তাঁদের আর্থিক সমৃদ্ধি যেমন আসে, তেমনি স্থানীয় পর্যায়ে মর্যাদাও বৃদ্ধি হয়। গ্রামীণ সমাজে সরকারি-বেসরকারি চাকুরির বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে। অতীতে চাকুরির বিষয়ে গবেষণা এলাকার এলিটদের উদাসীনতা থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে চাকুরির বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। নিজ নিজ সন্তানদের পড়াশুনার বিষয়ে যেমন তাঁরা আন্তরিক, ঠিক তেমনি স্থানীয় এলাকার বিশেষতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্তানদের চাকুরির ব্যবস্থা করতে তাঁরা ব্যাপক আগ্রহী। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি স্থানীয় এলাকায় মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁদের এ ধরনের মনোভাব তৈরি হতে পারে। আর এ কারণেই সন্তানদের চাকুরির জন্য এলিটেরা অনেক সময় রাজনৈতিক প্রভাব যেমন ব্যবহার করার চেষ্টা করেন, তেমনি ঘুষ প্রদানেও দ্বিধা করেন না। এ ধরনের প্রবণতা গ্রামীণ জীবনে ঘুষ-দুর্নীতির প্রকোপ বৃদ্ধি করেছে দাবি করা যায়।

০২. বাৎসরিক আয়

যে কোনো মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝার ক্ষেত্রে উপার্জন একটি অন্যতম নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে (Rumi, ১৯৮৫:৬৪)। মূলতঃ গ্রামীণ বাংলাদেশের সামাজিক মর্যাদার জন্য উপার্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বর্তমান গবেষকের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। বর্তমান গবেষণা এলাকায় উপার্জনের ভিত্তিতে এলিটদের সুবিধাজনক অবস্থান লক্ষ করা যায়। এটা সর্বজনবিদিত এবং গ্রাম গবেষকদের দ্বারাও সমর্থিত যে, বাংলাদেশের গ্রামসমূহে মানুষের প্রধান পেশা কৃষি (রহমান,১৯৯৯)। এ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে সচল রাখতে গবেষণা এলাকায় কৃষি ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রযুক্তির এ ব্যবহার সর্বপ্রথম গ্রামীণ এলিটদের হাত ধরেই আসে। যেমন পাওয়ার ট্রিলার, শ্যালো মেশিন, ট্রাক্টর, ধান মাড়াইয়ের মেশিনের ব্যবহার প্রভৃতি। এ সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে তাদের উপার্জনের চাকাও ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। আয় এবং ব্যয়ের সঠিক হিসেব তাদের কাছে না থাকায় গ্রামীণ এলিটদের আয়ের প্রকৃত পরিসংখ্যান বের করা কঠিন। তবে গ্রামীণ এলিটদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের আয়ের চিত্র নিম্নরূপ:

পাই চিত্র-১.৩: বাৎসরিক আয়ের ভিত্তিতে গ্রামীণ এলিট

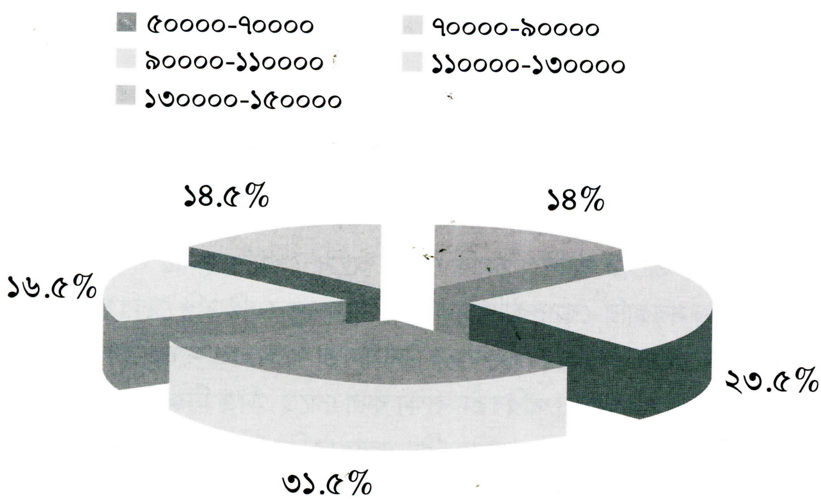

সূত্র: মাঠ জরিপ

পাই চিত্র (১.৩) হতে দেখা যায়, গবেষণা এলাকার গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে ২৯ জন খুব ধনী শ্রেণির এলিট যার শতকরা হার ১৪.৫ ভাগ, ৩৩ জন এলিট ধনী শ্রেণির যার শতকরা হার ১৬.৫ ভাগ, ৬৩ জন উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির যার শতকরা হার ৩১.৫ ভাগ, ৪৭ জন মধ্যবিত্ত শ্রেণির যার

শতকরা হার ২৩.৫ ভাগ এবং ২৮ জন নিম্নমধ্য শ্রেণির এলিট যার শতকরা হার ১৪ ভাগ। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গবেষণা এলাকায় উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির গ্রামীণ এলিটদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। যার গড় শতকরা হার ৩১.৫ ভাগ। এসব গ্রামীণ এলিটের অধিকাংশই উদ্বৃত্ত কৃষক, যারা উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রয়ের অর্থে তাদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে থাকেন। বিশেষ করে মন্দা মৌসুমে এসব এলিট উদ্বৃত্ত ফসল থেকে প্রাপ্ত উপার্জন দ্বারা প্রাত্যহিক আয়-ব্যয় নির্বাহ করে থাকেন। এ সময় গ্রামীণ এলিটেরা দিনমজুর এবং প্রান্তিক কৃষকদের ঋণ প্রদান করেন বলে করিম যে চিত্র দেখিয়েছেন (Karim, 1990:52), এনজিওসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের কারণে গবেষণা এলাকায় সে প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। তবে গ্রামীণ এলিটদের এ উদ্বৃত্ত টাকা গ্রাম পর্যায়ে অনেক সময় সার এবং কীটনাশক মজুদের মতো সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে যা কৃষি উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে বলে রুমি দেখিয়েছেন (Rumi, 1985:64) এবং এ ধরণের 'সার ও কীটনাশক মজুদ' সমস্যা বর্তমান গবেষণা এলাকায়ও লক্ষণীয়। এতে প্রান্তিক কৃষকেরা প্রয়োজনীয় সারের অভাবে পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদনে ব্যর্থ হন। এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টির জন্য সরকারের পদক্ষেপ এবং সার ব্যবসায়ীদের মুনাফা অর্জনের মানসিকতাও সমানভাবে দায়ী।

উদ্বৃত্ত অর্থ এসব গ্রামীণ এলিটেরা স্থানীয় এলাকায় তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে এবং প্রভাব প্রতিষ্ঠায়ও ব্যবহার করে থাকেন। ক্লাব, সমিতি, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির অথবা খেলাধুলার প্রয়োজনে বস্তুগত এবং আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে এটি করে থাকেন। তবে সব সময় যে আর্থিক সক্ষমতা প্রভাব প্রতিষ্ঠায় কার্যকর হয় তা-ও না। শিক্ষা, সচেতনতা, রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং নেতৃত্বের কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমেও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত গুণের অভাবে আর্থিক সক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও অনেক সময় বুদ্ধিমান এলিটদের অনুসারিতে পরিণত হতে বাধ্য হন। আর্থিক বিবেচনায় গবেষণা এলাকার এলিটদের অবস্থান এবং সামাজিক মর্যাদা অবশ্যই ভালো বলে বিবেচনা করা যায়।

০৩. সম্পত্তির মালিকানা

মানুষের সামাজিক অবস্থান এবং মর্যাদা অনেকটা সম্পত্তির মালিকানার ওপর নির্ভরশীল। ভূমি মালিকানা বাদে সম্পত্তি থেকে উপার্জন এবং সম্পত্তির মূল্য সামাজিক মর্যাদার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক (Darshankar, 1979: 94)। কারণ গ্রাম পর্যায়ে সম্পত্তি প্রভাব প্রতিষ্ঠায় অস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয় (Rumi, 1985:69)। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, গ্রামীণ এলিটেরা নিজ এলাকায় পর্যাপ্ত সম্পত্তির মালিক এবং অধিক প্রভাবশালী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

পাই চিত্র-১.৪: সম্পত্তির মূল্যমান অনুযায়ী এলিট

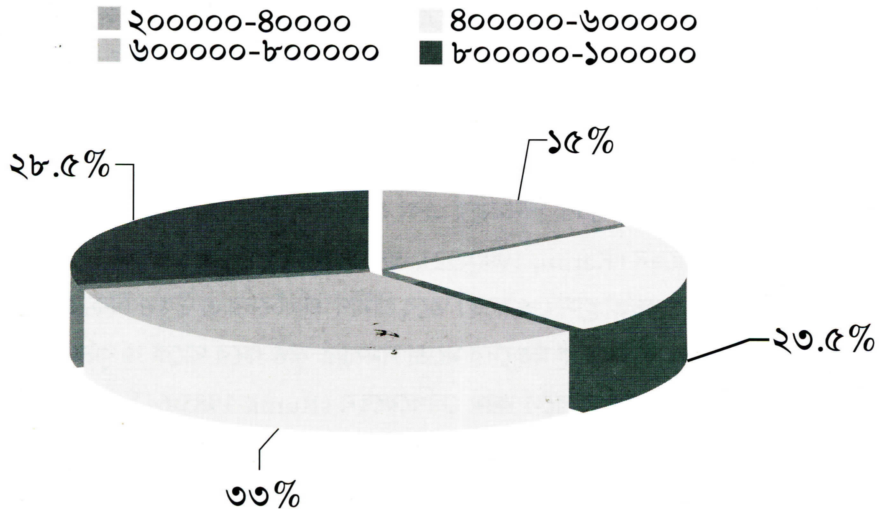

সূত্র: মাঠ জরিপ

পাই চিত্র-১.৪-এ গ্রামীণ এলিটদের মোট সম্পদের মূল্যমান দেখানো হয়েছে। উত্তরদাতা এলিটদের মধ্যে অধিকাংশই এ তথ্য প্রদান করতে খানিকটা দ্বিধা এবং সংকোচ প্রকাশ করেন। তবে গবেষকের উদ্দেশ্য বোঝানোর পর তাঁরা যে তথ্য প্রদান করেন তাও অনেকটা অনুমান নির্ভর। দণ্ড চিত্র ১.৪ অনুসারে ৬৬ জন এলিটের (৩৩%) সম্পদের মূল্য ৬,০০,০০০-৮,০০,০০০ টাকা বর্তমান গবেষণা এলাকায় যাদের সংখ্যা অধিক। ৫৭ জন এলিটের (২৮.৫%) সম্পদের মূল্য ৮,০০,০০০-১০,০০,০০০ টাকা। ৪৭ জন এলিটের (২৩.৫%) সম্পদের মূল্য ৪,০০,০০০-৬,০০,০০০ টাকা। ৩০ জন এলিটের (১৫%) সম্পদের মূল্য ২,০০,০০০-৪,০০,০০০ টাকা। গ্রামীণ এলিটদের সম্পত্তির গড় মূল্যমান ৬,৫০,০০০ টাকা। এ ছাড়াও অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের মালিকানার ওপরও সামাজিক মর্যাদা নির্ভরশীল। অর্থাৎ ভূমি মালিকানা এবং সম্পত্তির উপার্জন বাদেও বস্তুগত অন্যান্য সম্পদও এলিটদের মর্যাদার নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে (Darshankar, 1979:94)। যেমন মোটর সাইকেল, ফ্রিজ, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, পাওয়ার ট্রিলার, শ্যালো মেশিন প্রভৃতির মালিকানা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু পাওয়ার ট্রিলার উন্নত কৃষি প্রযুক্তির নিদর্শন , তাই এর মালিকানা প্রতিজন গ্রামীণ এলিটের কাম্য। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যায় সকল গ্রামীণ এলিটই পাওয়ার ট্রিলারের মালিক নন। যেসব গ্রামীণ এলিট পাওয়ার ট্রিলারের মালিক তাঁরা গ্রামবাসীর কাছ থেকে অতিরিক্ত মর্যাদা পেয়ে থাকেন। কারণ জমি চাষাবাদ সংক্রান্ত ব্যাপারে এসব ট্রিলার মালিকের ওপর অনেক গ্রামবাসীকেই নির্ভর করতে হয়। এছাড়া মোটর সাইকেল স্পষ্টতঃই গ্রাম পর্যায়ে উদীয়মান এলিটদের প্রভাবশালী

হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এসব এলিট যাতায়াতের সহজ মাধ্যম মোটর সাইকেলের মালিক হওয়ায় উপজেলা পর্যায়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করে থাকেন। মোবাইল ফোন গ্রাম পর্যায়ে মর্যাদার জন্য গুরত্বপূর্ণ বিবেচিত হচ্ছে। শহরমুখী যোগাযোগ এবং প্রয়োজনে ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে অনুসারীদের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য মোবাইল ফোন অত্যন্ত কার্যকর। এছাড়া টেলিভিশনের মালিকানা গ্রামীণ এলিটদের সচেতনতা বৃদ্ধির সহায়ক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এসব এলিট নিয়মিত সংবাদ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান উপভোগ করার মাধ্যমে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করেন এবং এ সচেতনতা তাঁদেরকে গ্রাম পর্যায়ে প্রভাবশালী হয়ে উঠতে সহায়তা করে থাকে। ফ্রিজের মালিকানাও অনুসারিদের ওপর প্রভাব প্রতিষ্ঠায় কার্যকর বিবেচিত হয়। যদিও পাওয়ার ট্রিলার এবং মোটর সাইকেলের মালিক এলিটদের সংখ্যা কম কিন্তু তাঁদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তবে দেখা যায়, প্রায় অধিকাংশ এলিটই মোবাইল ফোন ও টেলিভিশনের মালিক। রঙ্গীন টেলিভিশন অধিক মর্যাদার নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এলিটদের মধ্যে কেউ কউ ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে অথবা সন্তানদের পড়ালেখার অজুহাতে টেলিভিশন ক্রয় করা থেকে বিরত রয়েছেন বলে দাবি করেন। অবশ্য তারাও চিত্তবিনোদনের জন্য রেডিও ব্যবহার করে থাকেন। রেডিও'র প্রচলন দ্রুত হ্রাস পেয়েছে এবং রেডিও এখন অবশ্যই মর্যাদার নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয় না। এক সময় বাই সাইকেল এবং রেডিওকে (Darshankar, 1979:92, Rumi, 1985:7) গ্রামীণ এলিট মর্যাদার নির্ধারক মনে করা হতো। সময়ের বিবর্তনে এগুলো মোটেও আর মর্যাদার প্রতীক নয়। আধুনিক প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশে এগুলোর কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে। গ্রামীণ এলিটেরা আধুনিকতামুখী। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভরতা গ্রামীণ এলিটদের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে। সুতরাং গ্রামীণ এলিটেরা নিজেদের যুগোপযোগী এবং আধুনিক করার মানসে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে নিজেদের অভ্যস্থ করেন। তাদের এ ধরনের অভ্যাস অনুসারীদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। আর এভাবেই গ্রামীণ জীবনে আধুনিকতা প্রবেশ করে।

০৫. পেশা

পেশা জীবিকা নির্বাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বলা যায়, পেশার ধরনের সাথে জীবনমান তথা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থাও প্রতিফলিত হয় (রূপা, ২০০৫:৫৯)। যে কোনো মানুষের সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য তার পেশা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার (Factor) (Whahab, 1980:89)। তাই যে কোনো মানুষের সামাজিক অবস্থান এবং মর্যাদা জানার জন্য তাঁর পেশার ধরণ জানা আবশ্যকীয় (Rumi, 1985:7)। গ্রামাঞ্চলে কৃষিই প্রধান পেশা (Darshankar, 1979; Jahangir, 1979; Sharma, 1979; Karim, 1990; চৌধুরী, ২০০৩)। গ্রামীণ এলিটদেরও মূল পেশা কৃষি (Whahab, 1980:89)। কিছু কিছু গ্রামীণ এলিট

অন্যান্য পেশায়ও জড়িত তবে তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম এবং এ ধরনের গ্রামীণ এলিটেরা প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এছাড়াও গ্রামীণ সমাজে জমির মালিকানা ও জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ মানুষের মর্যাদা ও প্রতিপত্তির মাপকাঠি (বার্টোসী, ১৯৯২:৫৬)। বর্তমান গবেষণা এলাকায়ও জমির মালিকানা নিঃসন্দেহে মর্যাদার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তবে তা একমাত্র নয়। সরকারি-বেসরকারি চাকুরি, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, আর্থিক সক্ষমতা এবং ব্যবসাও গ্রামীণ এলিটীয় মর্যাদার জন্য ভূমিকা রাখে।

পাই চিত্র নং-১.৫ পেশা ধরন অনুসারে গ্রামীণ এলিটদের শ্রেণি বিন্যাস

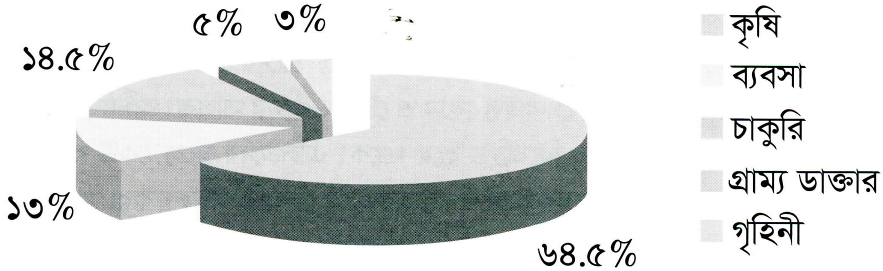

সূত্র: মাঠ জরিপ

পাই চিত্র (১.৫) উপস্থাপিত উপাত্তে দেখা যায় ১২৯ জন গ্রামীণ এলিট (৬৪.৫%) কৃষক এবং তাঁদের প্রধান পেশা কৃষি। গ্রামের অর্থনীতি মূলতঃ তাঁদের ওপরই নির্ভরশীল। উপরোক্ত উপাত্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিভিত্তিক। গ্রামের সমাজ নেতা এসব ভূ-স্বামীদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হতে দেখা যায়। গ্রাম পর্যায়ে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষণীয়। মোট ২৬ জন এলিটের (১৩%) প্রধান পেশা হলো ব্যবসা। ব্যবসায়ী এসব এলিট তুলনামূলকভাবে ধনী এবং তাঁরা পর্যাপ্ত পরিমাণ জমিরও মালিক। জমিতে তাঁরা নিয়মিত চাষাবাদও করে থাকেন। মূলতঃ মুখ্য পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে দ্বিধা লক্ষ্য করা যায়। ব্যবসাই তাঁদের মুখ্য পেশা বিবেচনা করা যায়। কারণ ব্যবসায় তাঁরা সরাসরি নিয়োজিত থাকেন। কৃষি শ্রমিকদের মাধ্যমে তাঁরা কৃষিকাজ পরিচালনা করে থাকেন। এ ধরনের পেশার লোকেরা তুলনামূলকভাবে ধনী এবং তাঁরা বেশির ভাগই স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয়। গ্রাম পর্যায়ে তাঁদের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষকদের চাকুরীজীবী শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চাকুরীজীবি এসব এলিট গ্রামবাসীদেরকে অফিস সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ এবং উপদেশ দিয়ে থাকেন। মূলতঃ অফিস সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রামবাসীরা তাঁদের ওপর নির্ভরশীল। এ শ্রেণির এলিটদের সংখ্যা ২৯ জন, যার গড় ১৪.৫ ভাগ। গবেষণা এলাকায় এলিটদের মধ্যে ১০ জন গ্রাম্য ডাক্তার রয়েছেন যার গড় ৫ ভাগ। গ্রাম্য ডাক্তাররা গ্রামবাসীদের নিকট সম্মানিত ব্যক্তি

হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। গ্রামবাসী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যার সমাধানে এসব গ্রাম্য ডাক্তার এলিটের ওপর নির্ভর করে থাকেন। তাই গ্রাম সমাজে এদের প্রভাব সুদূর প্রসারী। ২০০ জন গ্রামীণ এলিটের মধ্যে দু'টি ইউনিয়নের ৬ জন মহিলা সদস্যের উপাত্ত গ্রহণ করা হয়। উপাত্তে দেখা যায়, তাঁদের সবাই গৃহিনী এবং তারা তাঁদের স্বামীর প্রভাবের কারণে নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেয়েছেন। এসব মহিলা এলিট গ্রামের উন্নয়নমূলক ও সামাজিক কার্যক্রম সম্পর্কে কদাচিৎ জ্ঞাত হবার সুযোগ পান।

গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণের পর গবেষণা এলাকার এসব এলিটের কোন কোন বিষয় এলিট মর্যাদা পেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে তা সারণি- ১.১ এ দেখানো হয়েছে। সারণি-১.১ এ লক্ষ্য করা যায় ৭৭ জন (৩৮.৫%) গ্রামীণ এলিট সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য অর্থাৎ এলিট মর্যাদার জন্য 'সমাজসেবা' কে মুখ্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

সারণি-১.১-এলিট মর্যাদার সহায়ক উপাদান চিহ্নিতকরণে গ্রামীণ এলিট

উপাদান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সমাজ সেবা	৭৭	৩৮.৫%
শিক্ষা এবং সমাজ সেবা	৩৪	১৭%
শিক্ষা, সমাজসেবা এবং পারিবারিক মর্যাদা	৩৬	১৮%
পারিবারিক মর্যাদা	৯	৪.৫%
রাজনৈতিক সমন্ধীকরণ	৭	৩.৫%
শিক্ষা, সমাজসেবা এবং বংশ মর্যাদা	৩৭	১৮.৫%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

শিক্ষা এবং সামাজসেবাকে গ্রামীণ এলিট মর্যাদার জন্য সহায়ক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন ৩৪ জন গ্রামীণ এলিট (১৭%)। উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হলে গ্রামের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা যেমন সহজে চিহ্নিত করা যায়, তেমনি সমস্যা সমাধানের জন্য বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হয় বলে তাঁরা মনে করেন। অন্যদিকে নির্বাচিত গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে ৩৬ জন (১৮%) এলিটের মধ্যে শিক্ষা, সামাজিক কাজ ও বংশ মর্যাদাকে তাঁদের বর্তমান সামাজিক সুবিধাজনক অবস্থানের জন্য চিহ্নিত করেছেন। এ শ্রেণির এলিটেরা উচ্চ বংশের সদস্য এবং তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত হওয়ায় শিক্ষা ও সামাজিক কাজের পাশাপাশি তাঁরা বংশ

মর্যাদাকে এলিট মর্যাদার জন্য সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে, বংশ মর্যাদার সাথে শিক্ষা ও সমাজসেবার সমন্বয় গ্রামীণ এলিটদের নেতৃত্বে দ্রুত প্রবেশন ঘটায়। আবার উত্তরদাতা এলিটদের মধ্যে মোট ৯ জন গ্রামীণ এলিট (৪.৫%) শুধুমাত্র পারিবারিক মর্যাদা বা বংশ মর্যাদাকে তাঁদের সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের জন্য সহায়ক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এসব এলিট অল্প শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায় এবং সমাজসেবামূলক কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই এমন মতামত পোষণ করেন বলে অনুমান করা যায়। যদিও প্রতিনিয়ত তাদেরকে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকতে দেখা যায়। ২০০ জন এলিটের মধ্যে মাত্র ৭ জন (৩.৫%) গ্রামীণ এলিট তাদের এলিট মর্যাদার জন্য রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাকে সহায়ক বিবেচনা করেছেন। এ সকল এলিট মোটামুটি শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান। গ্রাম পর্যায়ে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান যথাযথভাবে উপস্থাপন করার জন্যই রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার পরিচয় প্রদান করতে পছন্দ করেন এ শ্রেণির এলিটেরা। বর্তমানে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা চিহ্নিত হয়ে থাকে। তাঁরা গ্রামীণ অন্যান্য এলিটদের ওপর প্রভাব বিস্তারে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাকে ব্যবহার করে থাকেন। তবে নিরীক্ষিত মোট এলিটদের মধ্যে ৩৭ জন (১৮.৫%) গ্রামীণ এলিট তাদের সামাজিক অবস্থানের জন্য শিক্ষা, সমাজসেবা এবং বংশ মর্যাদার সাথে রাজনীতির সহ-সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। এ সকল এলিট গ্রাম পর্যায়ে অধিক শিক্ষিত এবং তাঁদের সক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণের কারণে উপরোক্ত মত পোষণ করেন। গ্রাম পর্যায়ে তাঁদের প্রভাব চর্চার ক্ষেত্রে তাঁরা উপরোক্ত সকল উপাদানের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করেন। এলিটীয় মর্যাদা প্রাপ্তিতে উল্লিখিত সকল উপাদানের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। তবে এসব উপাদানের সাথে ভূমি মালিকানার যোগসূত্র এলিটীয় মর্যাদার জন্য অনিবার্য। ভূমি মালিকানা এবং অন্য যে কোনো সহায়ক উপাদানের সমন্বয়ই কেবল একজন ব্যক্তির এলিট মর্যাদা নিশ্চিত করতে পারে।

গবেষণালব্ধ ফলাফল

১. গ্রামীণ এলিটীয় মর্যাদার নিয়ামক শক্তি হিসেবে এখনো ভূমি মালিকানাই যে সবচেয়ে কার্যকর উপাদান তা বর্তমান গবেষণায় চিহ্নিত হয়েছে। নিরীক্ষিত গ্রামীণ এলিটেরা নিজ নিজ গ্রামে শীর্ষ স্থানীয় ভূমি মালিক। এই ভূমি মালিকানা তাদের এলিটীয় মর্যাদার অন্যান্য উপাদানকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ও কার্যকর করে।

২. জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে গ্রামীণ এলিটদের ভূমি মালিকানার পরিমাণগত তারতম্য ঘটেছে ঠিকই কিন্তু গ্রামীণ ঐতিহ্যিক পরিবারের সদস্যরাই গ্রামীণ এলিটীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। প্রযুক্তিবান্ধব অভ্যাস, শহরের সাথে যোগাযোগ, প্রশাসনিক জ্ঞান, রজনীতি সচেতনতা, কৌশলী নেতৃত্ব এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার প্রবণতা গ্রামীণ

সমাজে তাদের মর্যাদাকে ধরে রেখেছে।

৩. গ্রামীণ এলিটেরা তাদের মর্যাদা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে ভূমি মালিকানার পাশাপাশি আধুনিক নানা প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধার ব্যবহারে অভ্যস্থ হওয়ার চেষ্টা করেন এবং শহরমুখী যোগাযোগকে গুরুত্ব প্রদান করেন। যেকোনো নেতৃত্বের অবস্থানকে সুসংহত করতে আধুনিক হওয়ার বিকল্প নেই। আধুনিক হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্থ হওয়া এবং শহরের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তৈরি করা । নিরীক্ষিত গ্রামীণ এলিটেরা নিষ্ঠার সাথে এ কাজগুলো করে থাকেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি তাঁদের এ চেষ্টাকে সফল করেছে। এমনকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে তারা দেশের গন্ডী পেরিয়ে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতেও মনোযোগী হওয়ার চেষ্ট করছেন প্রতীয়মান হয়।

৪. ভূমি মালিকানা এবং অর্থনৈতিক শক্তি ছাড়াও শিক্ষা সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বর্তমান গবেষণা এলাকার এলিটেরা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতা কাঠামোয় তাদের অবস্থান ধরে রাখতে সচেষ্ট রয়েছেন। শিক্ষা গ্রামীণ এলিটদের দুরদর্শিতা এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। নিরীক্ষিত গ্রামীণ এলিটেরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের মধ্যদিয়ে অর্জিত গুণের মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। ফলে গ্রামীণ সমাজে তাদের অবস্থান মজবুত হয়।

৫. গ্রামীণ এলিটদের বসত বাড়ির বিন্যাস ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষণীয়। মূলতঃ শহরের ন্যায় আধুনিক পাকা ঘর-বাড়ি নির্মাণের কারণে গ্রামীণ এলিটেরা প্রায়ঃশ অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন।

৬. গবেষণা এলাকায় গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে বিলাসী সামগ্রী (মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, ফ্রিজ, মোটর সাইকেল ইত্যাদি) ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপসংহার

গ্রামভিত্তিক বাংলাদেশের গ্রামই হলো প্রাণ। গ্রামীণ সমাজের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য, পেশাগত সাদৃশ্য এবং স্বকীয় সংস্কৃতির অস্তিত্ব এর জনগোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ পারস্পরিক অবস্থানকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছে। আর্থ-সামাজিক অবস্থানের সূচকের তারতম্যের ভিত্তিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শ্রেণিবিন্যাস করার প্রবণতা নতুন নয়। ভূমিকা এবং প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর নেতৃত্বে অবস্থান গ্রহণ সাম্প্রতিক প্রবণতা। গ্রামীণ সমাজে ভূমিকা এবং প্রভাব প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের সনাতনী উপাদানের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে। অর্থাৎ ঐতিহ্যিক উপাদানের সাথে ভূমিকার সমন্বয়ে গ্রামীণ সমাজে এলিটীয় মর্যাদা আরও বেশি অর্থবহ রূপ লাভ করেছে বলা যায়। গ্রমীণ অর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ জরুরী। ভূমি মালিকানা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা আগের মতো না থাকলেও উন্নয়ন ভূমিকা পালনের ম্যাধমেই গ্রামীণ এলিটেরা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় প্রভাব অব্যাহত রেখেছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মর্যাদা তাই চূড়ান্ত কিছু নয়। বর্তমান গবেষণায় গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এলিটদের বর্তমান অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভূমি মালিকানা এবং আর্থিক সক্ষমতা হ্রাস পেলেও এখনও তাঁরাই এলিট। এই এলিটীয় মর্যাদার জন্য তাঁরা তাদের বুদ্ধি, কৌশল, শিক্ষা এবং গোষ্ঠীগত ঐক্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করে থাকেন। আবার রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কিংবা সরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যারা গ্রামীণ সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন তাঁরাও গ্রামীণ এলিটদেরই বংশধর।

তথ্য নির্দেশিকা

১. করিম, এ.এইচ.এম. জেহাদুল, ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গবেষণায় নৃ-বৈজ্ঞানিক কৌশলসমূহের প্রয়োগ: দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপটে একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা, এস এম নুরুল ইসলাম (সম্পা.), *সমাজ, শরীর ও পরিবেশ নৃবিজ্ঞানের প্রবন্ধাবলী,* ঢাকা: জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।

২. খান, এফ. আর., *সমাজ বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব,* ঢাকা: শিরীন পাবলিকেশন, ১৯৮০।

৩. চৌধুরী, আনোয়ারউল্লাহ্(মুহম্মদ হাবিবুর রহমান ও মোঃ ইমদাদুল হক অনুদিত), *বাংলাদেশের একটি গ্রাম: সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি সমীক্ষা,* ঢাকা: মৌলি প্রকাশনী, ২০০৩।

৪. প্রথম আলো, ঢাকা: ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

৫. *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন,* ২০১৯, www.Bangladesh.gov.bd.

৬. বার্টোসি, পিটার জে.,(বাংলায়) *অস্পষ্ট গ্রাম: পূর্ব-পাকিস্তানের গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠন,* ঢাকা: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট, ১৯৯২।

৭. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা,* অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, জুন ২০১২।

৮. রহমান, এস.এম. জিল্লুর, *বাংলাদেশের গ্রামীণ জ্ঞাতিত্ব,* রাজশাহী: উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯৯।

৯. রূপা, ইসরাত জাহান, *বাংলাদেশের গ্রামের মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা: নির্বাচিত গ্রাম সমূহের ওপর একটি সমীক্ষা (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. গবেষণা),* রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: আইবিএস, ২০০৫।

1. Afsaruddin, Mohammad, *Rural Life in Bangladesh,* Dacca: Nawroze Kitabistan, 1964.
2. Amsden, Alice H., Dicapria, Alisa and Robinson,James (ed.), *The role of Elites in Economic Development*, London: Oxport University Press, 2012.
3. Bhat, K.S., *Emerging Pattern of Leadership in Panchayati Raj Set up in Mysore State,* Hyderabad: NICD, 1967.
4. Bonjen, C.M. and D.M. Olson, Community Leadership: Directions for Re-

search, *Administrative Science Quarterly,* Vol. IX. No. 3 December, 1964.

5. Bottomore, T.B., *Elites and Society,* London: C.A. Watts, 1964.
6. Dahl, Robert A., *Who Governs,* New Haren: Yale University Press, 1963.
7. Darshankar, Ay, *Leadership in Panchayati Raj,* Jaipur: Panchsheel Prakashan, 1979.
8. Dube, S.S., *Indian Village,* London: Routledge & Kegan Pal, 1951.
9. Dube, S.C., *Indian Changing Village: Human Factors in Community Development,* Bombay: Allied Publishers Private Limited, 1967.
10. Endruweit, Gunter, *Elites as Egents of Economic Development in Verlag Waltrachiv,* Hamburg, Vol. 19. Iss 1, 1984.
11. Giddens, Anthony, *Elites in the British Class Structure,* in P. Stansworthy and Anthony Giddens, Elites and Power in British Society, London: Cambridge University Press, 1973.
12. Hunter, Floyd, *Community Power Structure: A Study of Decision Makers,* Chapel Hill: The University of Garden Press, 1953.
13. Jahangir, B.K., *Differentiation Polarisation and confrontation in Rural Bangladesh,* Dacca: Centre for Social Studies, 1979.
14. Jahangir, B.K., *Rural Society, Power Structure and Class Practice,* Dhaka: Centre for Social Studies, 1982.
15. Jennings, M.K., *Community Influentials: The Elites of Atlanta,* London: The Free Press of Glencoe, 1964.
16. Karim, A.H.M. Zehadul, *Rural Elites and Their Power Structure in Bangladesh,* (Unpublished M.A. Thesis) of the Dpt. of Anthropology, Syracuse University, USA, 1983.
17. Karim, A.H.M. Zehadul, *Socio-Economic Background of the Rural Elites: A Case Study of Two Selected Villages,* Dhaka: University Grants Commission, 1979.
18. Karim, A.H.M., Zehadul, *The Pattern of Rural Leadership in an Agrarian Society,* New Delhi: Northern Book Centre, 1990.
19. Kornhauser, William, *The Politics of Mass Society,* London: Routledge & Kegen Pal., 1965.
20. Lasswell, H.D. *et. al. The Comparative Study of Elites,* Standford: Hoover Institute, 1952.
21. Mills, C. Wright, *The Power Elite,* New York: McGraw Hill Book Company, 1956.

22. Mills, C., Wright, *The Marxists,* New York: Dell Publishing Co., Inc. 1968.
23. Mukhurjee, R.K., *Six Villages of Bengal,* Bombay: Popular Prokashan, 1971.
24. Pareto, Vilfredo, *The Mind and Society,* New York: Har Court and Brouches Co., Vol. 4, 1935.
25. *Population Census-2001,* Bangladesh Bureau of Statistics, Planning division ministry of planning government of Bangladesh.
26. Rangnath, *The Changing Pattern of Rural Leadership in Uttar Pradesh,* New Delhi: Indian Academy of Social Science, 1971.
27. Rumi, Syed Nasar Ahmed, *Rural Elites and their Role in Development: A case Study in Kustia District* (Unpublished M.Phil. thesis), Rajshahi University: IBS, 1985.
28. Satish, Arora, *India's Rural Politicians: Two Faces of Power.,* Economic and Political Weekly. Vol-VII, February 1972.
29. Schulze, R.O. and L.U. Blumberg, The Determination of Local Power Elites, *The American Journal of Sociology,* 13 (3), 1959.
30. Sebudubudu, David & Molutsi, Patrick, *The Elite as a Critical Factor in National Development-The Case of Botswana*, Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, 2011.
31. Sharma, S.S., *Rural Elites in India,* Delhi: Sterling Publisher, 1979.
32. Sing, Harjinder, *Authority and Influence in two Sikh Villages,* 1976
33. Singer, Marshall, *The Emerging Elite: A Study of Political Leadership in Ceylon,* Cambridge: The Press, 1964.
34. Sirsikar, V.M., *The Rural Elite in a Developing Society,* Bombay: Orient Longmans, 1970.
35. Wahab, Muhammad, *The Rural Political Elite in Bangladesh: A Study of Leadership Pattern in Six Union Parishads of Rangpur District* (Unpublished M.Phil. Dissertation), Rajshahi University: IBS, 1980.